স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া অপরিণামদর্শীর ন্যায় কার্য্য করিতেছেন, তাহা হয় বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না অথবা অনুকরণের ভার মস্তিষ্কে বহন করিয়া বাস্তবিকই স্থূলবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন।

এই সম্প্রদায় যে পাশ্চাত্যশিক্ষার অনুসরণ করিয়া চলেন, তাহার সর্ব্ব-প্রধান শিক্ষাগুরু মহাপুরুষ জন ষ্টুয়ার্ট মিল। তাঁহার হৃদয় যে অসহায় রমণীকুলের দুঃখ ও অভাব দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল এবং শত সহস্র বাধা বিপত্তির সম্মুখেও যে তাঁহার "রমণীর পরাধীনতা" (Subjection of Women) গ্রন্থে এই সকল দুঃখ ও অভাবের উল্লেখ করিয়া দুর্ব্বল রমণীর উদ্ধারের জন্য নিজ সহায়হস্ত বিস্তার করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার মহাপুরুষত্ব বিষয়ে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। এই মহা-পুরুষের রচিত উক্ত পুস্তক স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের বেদ বলিলেও চলে। এই পুস্তকে রমণীর পরাধীনতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের সকলেই যে এই পুস্তক পড়িয়া ইহার পক্ষপাতী হইয়া থাকেন, তাহা নহে। যাঁহারা ইহা পাঠ করেন, তাঁহারা প্রায়ই মিলের নামের প্রভাবেই ইহার সকল কথা নির্ব্বিচারে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া যান অথবা মতভেদ দৃষ্ট হইলেও উপহাসের ভয়েই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তাহা লইয়া বেশী কিছু উচ্চবাচ্য করিতে ইচ্ছুক হন না। আর যাঁহারা ইহা না পড়েন, তাঁহারাও শুনিয়াছেন যে মিল উক্ত পুস্তকে স্ত্রীপুরুষের দুপাক্ষে সমান শিক্ষা ও সমান স্বাধীনতা সমর্থন করিয়াছেন এবং সেই শোনা কথার উপরেই নির্ভর করিয়া এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া থাকেন। ফলে, ইহাদের কার্য্যগতিকে সময়ে সময়ে অনুকৃত ইংরাজজাতিও উল্লম্ফিত হইয়া পড়ে। মিল মহাপুরুষ হইলেও তাঁহার প্রত্যেক উক্তি যে অভ্রান্ত বেদ বাক্য হইবে, এমন কোনো কথা নাই। এবং এই ধারণা বশতই আমরা তাঁহার "রমণীর পরাধীনতা" সম্বন্ধে দুই চারিটী বক্তব্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি।

মিলের গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রথমেই দুইটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। মিল গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন বিলাতে বসিয়া, বঙ্গদেশে নহে; এবং তাঁহার সময়

হইতে বর্ত্তমান কাল বিস্তর ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহার জীবিত কালে তাঁহার যশঃপ্রভাব লোককে অনেকটা অন্ধ রাখিতে পারে, কিন্তু আমরা এখন ধীর ভাবে তাঁহার কথাগুলি বিচার করিবার অবসর পাইয়াছি। মিল প্রথমেই বলেন যে স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা বা পরাধীনতা মানবের পশুত্ব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ ক্রীতদাস প্রভৃতিকে যে কারণে পরাধীন করিয়া রাখা হইত, বর্ত্তমান কালে ঠিক সেই কারণে পুরুষেরা কেবল নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য স্ত্রীলোকদিগের অবরোধের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি তাঁহার এই মতবাদকে এতদূর অকাট্য স্থির করিয়াছেন যে ইহার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে পারিলে তিনি স্বমত পরিত্যাগ করিয়া অবরোধপ্রথার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। * বলিতে পারি না, তাঁহার দেশে স্ত্রীলোকের পরাধীনতার উৎপত্তি মানবের পশুত্ব অথবা দেবত্ব হইতে, কিন্তু আমরা একথা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে অন্তত এই দুর্ব্বল ভারতবর্ষে বৃদ্ধ ঋষিরা নিজেদের দেবত্ব হইতেই এবং ভারতের যোগবিদ্যায় অসিদ্ধ, কর্ম্মকোলাহলে লালিত পালিত পাশ্চাত্য জাতির অনভিগম্য ও শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাপেক্ষা সহস্রগুণে কমনীয় রমণীর দেবভাব রক্ষা করিবার জন্যই স্ত্রীজাতির অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রবন্ধে আমরা স্পষ্টই দেখিয়া আসিয়াছি যে রমণীর মাতৃত্ব সুন্দর উপলব্ধি করিয়াই ঋষিরা স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতাবিষয়ক সকল ব্যবস্থাই তদুপযোগীরূপে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের এই ব্যবস্থার ফলে আজও, ভারতের দারুণ অবনতির কালেও, নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে, যাহারা মদ্য ও বিলাসিতাকে অঙ্গভূষণ করিয়া না লইয়াছে, তাহারাও সহজে স্ত্রীলোকের গাত্রে প্রহার করিবে না—কেহ প্রহার

---

* I consent that established custom, and the general feeling, (about the subjection of women), should be deemed conclusive against me, unless that custom and feeling from age to age can be shown * * * tohave derived their power from the worse rather than the better parts of human nature." P. 6

করিতে গেলেও অপর পাঁচজনে আসিয়া তাহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করিবে যে স্ত্রীলোক লক্ষ্মী, স্ত্রীলোক মাতা, স্ত্রীলোকের গাত্র কোন প্রকার অপবিত্রভাবে স্পর্শ করিতে নাই। হে দিব্যধামবাসী ঋষিগণ, পিতৃগণ, তোমাদের মাহাত্ম্য লিখিয়া শেষ করা যায় না—তোমরা সাক্ষী থাক যে তোমাদের এই সকল ব্যবস্থার কথা লিখিতে গিয়া আমার হৃদয়পাষাণ হইতেও উৎস উৎসারিত হইয়া আনন্দাশ্রুরূপে বিগলিত হইতেছে। ঋষিদিগের এই ব্যবস্থারই ফলে আমাদের দেশে সহরে নহে, পল্লীগ্রামে, এখনও স্ত্রীপ্রভৃতিকে প্রহার করিতে করিতে চৌকী প্রভৃতি গৃহের আসবাব ভগ্ন করিবার শিক্ষা প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। মিল স্ত্রীজাতির পরাধীনতাকে প্রায়ই সর্ব্বত্র ক্রীতদাসের পরাধীনতার সহিত তুলনা দিয়া বিজ্ঞানান্ধ সম্প্রদায়ের করুণার উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য রমণীর বাহ্যিক কতকটা স্বাধীনতা থাকিলেও অন্তত মিলের সময়ে আইন ঘটিত গুরুতর পরাধীনতাই ছিল—এখনও তাহা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই। আমাদের দেশে বহুকাল যাবৎ ঠিক তাহার বিপরীত চলিয়া আসিতেছে। এখানে বাহ্যিক কতকটা পরাধীনতা থাকিলেও কার্য্যত ও আইনঘটিত প্রকৃত স্বাধীনতা অনেকটাই রহিয়াছে। মিলের পুস্তক হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে স্ত্রীলোকের কার্য্যত স্ত্রীধনেও বিশেষ কোনই স্বত্ব থাকে না।১ কিন্তু আমাদের দেশে আবহমান কাল স্ত্রীধনে স্ত্রীরই স্বত্ব চলিয়া আসিতেছে, স্ত্রীর ইচ্ছা ব্যতীত তাহার জীবিতকালে অপর কাহারই তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার নাই, এমন কি স্বামীরও নাই। স্ত্রীর মৃত্যুতেও তাহাতে যথাক্রমে অবিবাহিতা কন্যা, পুত্রবতী বিবাহিতা কন্যা ইত্যাদির অধিকার। আর, আমরা প্রবন্ধান্তরেও দেখিয়া আসিয়াছি যে, বেদেতে স্ত্রীলোকের যথাযোগ্য পরাধীনতার কথাও আছেএবং স্ত্রীলোককে সম্মান দিবার কথাও বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ঋষিরা যথেচ্ছবিচরণে স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ দূষিত হইতে পারে বলিয়া তাহার নিষেধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে আমরা কখনই একথা বলিতে পারি না যে তাঁহাদের পশুত্ব হইতে অর্থাৎ পশুসাধারণ ধর্ম্ম প্রভুত্বপ্রিয়তা হইতে ভারতরমণীর অবরোধপ্রথার উৎপত্তি হইয়াছে—

১। বর্ত্তমানে এই বিষয়ে অনেক পরিবর্ত্তন হইলেও সম্পূর্ণরূপে ইহা পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

বিপরীতে আমরা বলি যে স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব রক্ষার জন্য তাঁহারা স্বীয় দেবভাবপ্রণোদিত হইয়াই ইহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

মিলের একটী উক্তি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন স্ত্রীলোক সন্তানজননী হইতে চাহে না। ইহা আমরা অস্বীকার করিলেও একথা স্বীকার করিতেছি যে সন্তান প্রসবে মাতার যথেষ্ট কষ্ট হইয়া থাকে। আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে জগতের অধিকাংশ সুস্থ স্ত্রীলোক সন্তানজননী হইবার গৌরব ও অধিকার প্রার্থনা করে; কেবল তাহাই নহে, ভগবান প্রসবকষ্টেরও সঙ্গে সঙ্গে এমনি সুখের সংযোগ রাখিয়া দিয়াছেন যে, মাতা সন্তানের মুখদর্শন করিলেই সকল কষ্ট বিস্মৃত হইয়া যায়। আরও কথা এই যে, সন্তান হইবে বলিয়া নহে, কিন্তু শারীরিক সুখবিধানেরও জন্য অজ্ঞানত সমস্ত জীব পুত্রোৎপাদনে উদ্যত হয়। আমরা মনুষ্য হইয়া জ্ঞানত সৎপুত্রের নিমিত্ত যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিব, ইহাতেই আমাদের মাহাত্ম্য। আমাদের দেশে শাস্ত্রের কল্যাণে ও শিক্ষাগুণে স্ত্রীলোকের মধ্যে মাতৃভাব এতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে এখানে বিবাহফলে তাঁহারা কি পিতৃকুল, কি ভর্ত্তৃকুল কোন কুলেরই সহজে কষ্টদায়ক হয়েন না। যতদূর পুস্তকাদিতে পড়া যায়, তাহাতে দেখি, বিলাতেই বিবাহ অনেক স্থলেই কষ্টকর হইয়া উঠে,* কারণ তথায় বিবাহের ফলে লোকে মাতৃত্বের বিকাশ প্রার্থনা করে না। পাশ্চাত্য দেশের বৈবাহিক মন্ত্রে স্বামীস্ত্রীর আত্মসুখ প্রার্থনার ভাবই ব্যাপ্ত দেখা যায়—মন্ত্রগুলি যেন স্ত্রীপুরুষের উদরের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। আরও একটু ঊর্দ্ধে যাইলে এরূপ ভাবের কারণ দেখা দেখা যায়—পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের আহ্নিকের একটী প্রধান মন্ত্র এই উদরের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া গঠিত হইয়াছে। এইরূপে সমস্ত পাশ্চাত্য জাতি আত্মসুখ বর্দ্ধিত করিতে শিখিয়াছে, বলিদান করিতে শিখে নাই। আমাদের বৈবাহিক মন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে মাতৃত্ববিকাশেরই

* সুবিখ্যাত এম্ ফিন্ লিখিয়াছেন "Nowhere is marriage as an institution more attacked, both from the inside and outside, than in England." Rev of rev, Sept. 14, 1895 P. 235.

ভাব সমগ্রবিবাহপদ্ধতিকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে এবং তাই আমরা অধিকাংশস্থলে চঞ্চলস্বভাবা, আত্মনির্ভরগর্ব্বিতা, বিলাসনিমগ্না ভামিনীর পরিবর্ত্তে "পৃথিবীর ন্যায় ধীরস্বভাবা, ছায়ার ন্যায় অনুগতা, স্বচ্ছহৃদয়া, হিতকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সখীর ন্যায় হিতকারিণী সহধর্ম্মচারিণী" প্রাপ্ত হই। আমাদের বৈবাহিক মন্ত্রের এরূপ গঠিত হইবার প্রধান কারণ আমাদের আহ্নিক মন্ত্রের উচ্চতা ও গভীরতা। আমাদের আহ্নিক মন্ত্রের, কেবল আহ্নিক কেন, সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রেরই মূল কেন্দ্র গায়ত্রীমন্ত্র; কোন সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে গায়ত্রী মন্ত্রের ন্যায় স্বল্পাক্ষর ও সারবান্ মন্ত্র আজ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। এমন মন্ত্রও আজকালকার হিন্দুরা স্মরণ করিবারও অবকাশ প্রাপ্ত হন না; ইহা ভাবিতে গেলে অধীর হইয়া উঠিতে হয়। অথচ পাশ্চাত্যদেশে জনক জননী স্বীয় সন্তানদিগকে ভগবানের নিকটে নিয়মিত প্রার্থনা না করিলে খাদ্যগ্রহণে অনুমতি দেন না—ধিক্ আমাদিগকে!

মিল তাঁহার "রমণীর পরাধীনতা" পুস্তকে স্ত্রীলোকের রাজনৈতিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারে ভোট দিবার অধিকারের পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছেন—ইহার সমর্থন তাঁহার পুস্তকের অন্যতর প্রধান লক্ষ্য এ বিষয়েও তাঁহার সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। আমরা মাতৃভাবকেই কেন্দ্র করিয়া ইহার আলোচনা করিব। স্ত্রীলোকের ভোট দিবার অধিকার তাঁহাদের মাতৃত্ব বিকাশের সহায় হইবে কি না তাহাই দেখা যাউক। মোটের উপর বিচার করিতে গেলে স্ত্রীলোকের ভোটের অধিকারের জন্য লালায়িত হইবার বিশেষ কারণ নাই। ভোট দিবার গোলযোগে রমণীর মাতৃত্বের গভীরতা কমিবার সম্ভাবনা। ভোট দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আনুষঙ্গিক ভোট সংগ্রাহক প্রভৃতির উৎপাতও আসিয়া উপস্থিত হইবেই এবং পাশ্চাত্য দেশের দৃষ্টান্তে বুঝিতেছি যে সেরূপ গোলযোগে মাতৃত্ববিকাশের পথে অন্তরায় উপস্থিত হয়। "মদ্যপানবিরোধী অন্তর্জাতিক মহিলাসম্মিলনীর" নেত্রী একটী কুমারী—অল্পদিন হইল তিনি মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে দেখিয়াছিলাম যে তিনি মদ্যপানের বিরুদ্ধে লক্ষনামের স্বাক্ষরযুক্ত এক দরখাস্ত লইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মনস্থ করিয়া-

ছিলেন। আমি তাহা পড়িয়া ভাবিলাম যে স্ত্রীলোকের এরূপ উদ্যম পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেরই শোভা পায়—ইহার গভীরতা ও সারবত্তা সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস, যে সকল রমণীর মাতৃত্ব পরিস্ফুট হয় নাই, তাঁহাদিগেরই দ্বারা এরূপ গভীরতাহীন উদ্যোগব্যবস্থা সম্ভবে। উক্ত নেত্রী কুমারী উইলার্ড আমাদের অশ্রদ্ধার পাত্রী নহেন, কারণ তাঁহার বিশ্বাস অনুসারে তিনি স্ত্রীলোকের অন্তত একটীও অমঙ্গল কারণের দূরীকরণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। আমরা বলিতেছি যে তাঁহার অবলম্বিত প্রণালীর গভীরতা অল্প—কিন্তু এই দোষ তাঁহার নহে, ইহা জাতীয় শিক্ষার দোষ। এই ভোটের অধিকারের জন্য সংগ্রামশীলা, মনস্বিনী পাশ্চাত্যরমণী লেডি হেন্‌রি সমরসেট বলেন যে স্ত্রীলোক পুরুষদিগের হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করিলেও তাহার বিবেচনা যে ভ্রান্ত হইবে এমন কোন কথা নাই এবং উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র এইরূপ ভিন্ন বলিয়াই ও সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ অপর অর্দ্ধাঙ্গের পরামর্শে প্রবেশ না করিলে মানবের প্রকৃত সাম্য আসিতে পারে না বলিয়াই স্ত্রীলোকের ভোট দেওয়া কর্ত্তব্য * আমরাও স্বীকার করি যে স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষেত্র পুরুষদিগের হইতে ভিন্ন এবং একটী রমণীর মতামত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু সেই কারণে যে তাঁহাদিগের ভোট দেওয়া কর্ত্তব্য, একথা আমরা কোনক্রমে স্বীকার করিতে পারি না। আমাদিগের বিশ্বাস যে স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে ভোট না দিয়া স্বামী পিতা পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনাদির উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া নিজ মতানুযায়ী ভোট দেওয়াইবার চেষ্টা করাই শ্রেয়স্কর। শ্রীমতী উইডা আমাদিগেরই কথার সমর্থনে বলিয়াছেন যে মন-

---

* I believe that women should vote because she is a different being and always will have a different work to do in life from that of man. * * * Should women take a different view it may not be that it is less wise, less just, less true, but rather in this dawning day when the nations are beginning to understand the brotherhood of the race, men may learn that real brotherhood can never exist so long as one-half of humanity is ignored in the councils of the world. *Rev. of Rev. nov. '94.*

স্বিনী স্ত্রীলোক তাঁহার শ্রোতাদিগের উপর যে প্রভাব বিস্তৃত করেন, তাহার ক্ষমতা রাজনৈতিক নির্ব্বাচনে ভোট দিবার ক্ষমতা অপেক্ষা শতগুণে অধিক। * ভোটের পক্ষপাতী কেহ কেহ এই আপত্তি উঠাইতে পারেন যে পুরুষেরা সকল সময়ে আত্মীয়াপ্রভৃতির মতানুযায়ী ভোট নাও দিতে পারে। এই খানেই তাঁহাদের ভ্রম। আমাদের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে মাতা, স্ত্রী বা কন্যা আত্মীয় স্বজনকে আদেশ করিবে—"যাও, শ্রীযুক্ত অমুকের নামে আমার পরিবর্ত্তে ভোট দিও।" আমাদের ইহাই বক্তব্য যে প্রত্যেক মাতা তাঁহার সন্তানদিগকে সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়পরতা, মাতৃভক্তি প্রভৃতি গুণে শৈশবকালাবধি এরূপ বিভূষিত করিবেন যে সকল অবস্থাতেই পুত্রেরা তাঁহার শিক্ষার অনুযায়ী ভোট দিবেন, কদাচ অন্যথা করিবেন না—তাহা হইলেই ধরাতলে নূতন স্বর্গের অবতারণা হইবে। কিন্তু সন্তানদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিতে গেলেই মাতার উপযুক্ত শিক্ষিত হওয়া উচিত। প্রকৃত হিন্দুশিক্ষার গুণে হিন্দু রমণীরা মাতৃত্বক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সকল কর্ম্মই সুনির্ব্বাহ করিতে পারেন, ইহার উপরে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তো কথাই নাই। মিল নিজেই হিন্দুরমণীর রাজকার্য্য

---

* A woman of any mental power and perception can make her influence felt, and can hypnotise her admirers with a force beside which the infinitesimal privilege of assisting at a political election is as the dregs of a waterbutt to the tides of a sunlit sea. "Jules Lemaitre on Dress"—The Lady's Realm, Nov.' 97

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের প্রভেদ এইখানেই বেশ বুঝা যাইবে। আমরা স্বাভাবিক ভাবে বলিয়া গিয়াছি যে আত্মীয় স্বজনের উপর স্ত্রীলোকের অধিকার অধিক এবং অধিক থাকাই উচিত, কিন্তু উইডা আমাদিগের সহিত একমত হইলেও বলিবার কালে, বিলাতে শ্রোতাদিগেরই উপর স্ত্রীলোকের যে প্রকার প্রভাব, তাহাই স্বাভাবিক ভাবে বলিয়া গেলেন।

নির্ব্বাহ সম্বন্ধে শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন—তাঁহার লেখনীতে ফুল চন্দন পড়ুক। *

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নবাবিষ্কৃত ভারতের ইতিহাস।

"পাঁড়ী দর্ পাঁড়ী" বা দিল্লীর রাজবংশাবলী।

ধুন্ধার রাজ্যের অন্তর্গত সবাই জয়পুর সদৃশ সবাই মাধোপুর নামক এক নগর আছে। তত্রত্য জনৈক কর্ম্মচারী একটী প্রাচীন হস্তলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা লেখকের হস্তগত হইয়াছে। এই পুঁথিটী জয়পুরী হিন্দিভাষায় লিখিত ভারতের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই ইতিহাস লিখিত অনেক আখ্যান ও ঘটনাবলী বর্ত্তমানের প্রচলিত ইতিহাস লিখিত আখ্যানও ঘটনাবলীর সহিত মিলে না। এখানি হিন্দু ঐতিাসিকের লিখিত। হিন্দুরীত্যনুসারে পুঁথির প্রারম্ভে "গণেশায় নমঃ" লিখিত আছে। ইহাতে ইন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লীর মুসলমান সম্রাট সাহ আলম পর্য্যন্ত বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত আছে। যদিও ইহাতে শাহ আলম বাদশাহর নাম দেখিয়া জানা যাইতেছে যে ইহা অতিশয় প্রাচীন নহে তবে ইহা বুঝা যায় যে অনেক প্রাচীন ইতিহাস অবলম্বনে ইহা লিখিত হইয়াছে। জয়পুরের রাণাদিগের সহিত মোগল বাদশাহদিগের কুটুম্বিতা থাকাতে মোগলদিগের মধ্যে প্রচলিত অনেক ঘটনা এই জয়পুরী ঐতিহাসিকের জানিবার সম্ভাবনা ছিল এবং এই কারণে প্রচলিত ইতিহাস

---

* "If a Hindoo principality is strongly, vigilantly, and economically governed; if order is preserved without oppression; if cultivation is extending, and the people prosperous, in three cases out of four that principality is under a woman's rule. This fact, to me an entirely unexpected one, I have collected from a long official knowledge of Hindoo Goverments."—Subjection of Woman.

সমূহে অনুল্লিখিত অনেক আখ্যান ও ঘটনা এই ঐতিহাসিক পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট দৃষ্ট হয়। এই ইতিহাসোল্লিখিত অনেক আখ্যান ও ঘটনা আজ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকদিগের অবিদিত আছে। ইহাকে একখানি সংক্ষিপ্তসার ভারতের ইতিহাস বলা যাইতে পারে। নিম্নে ইহার অবিকল অনুবাদ প্রদত্ত হইল। স্থানে স্থানে আবশ্যক বোধে টিপ্পনীগুলি মৎকর্ত্তৃক সংযোজিত হইয়াছে।

"ক্ষীরসমুদ্র বেষ্টিত ভরতখণ্ড ও তদন্তর্গত জম্বুদ্বীপের মধ্যে চৌদ্দ কোটী আটাইশ লক্ষ পাঁচশত একত্রিশ গ্রাম—অর্দ্ধেক জম্বুদ্বীপের ও অর্দ্ধেক মেরু (সুমেরু) গিরির অন্তর্ভূত। এই সমগ্র বিশাল ভূখণ্ড (রাজা ?) ইন্দ্রের শাসনাধীন ছিল। পুরাকালে দিল্লী ইন্দ্রপ্রস্থ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। অধুনা কলিযুগে ইন্দ্রপ্রস্থ দিল্লী * নামে অভিহিত হয়।

পাণ্ডববংশ তিন সহস্র বৎসর ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিল। তৎপরে নীলাধিপতি দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তাঁহার সাত হাজার অশ্বারোহী নয় হাজার পদাতিক এবং পাঁচশত সামন্ত ছিল। রাজা শিক্ষধানের (সিষধান) সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। রাজা শিক্ষধান সাত সহস্র অশ্বারোহীর সাহায্যে রাজা নীলাধিপতিকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। রাজা শিক্ষধান চুয়াল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সহিত রাজা শিক্ষধানের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এক লক্ষ অশ্বারোহী, একহাজার পদাতিক ও আটাইশ হাজার হস্তী যুদ্ধক্ষেত্রে আনীত হইয়াছিল। রাজা শিক্ষধান একহাজার একশ সৈন্য নিধন করিয়া যুদ্ধভূমিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। বিজয়ান্তে বিক্রমাদিত্যজী দিল্লী অধিকার করিলেন। উজ্জয়িনী নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি উজ্জয়িনীতেই রাজত্ব করিতেন, সুতরাং দিল্লী তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিলমাত্র—দিল্লীর সিংহাসন সর্ব্বদা শূন্য থাকিত। তদ্বংশীয় রাজগণ সাতশ বাহান্ন বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীশ্বর ছিলেন।

---

* খৃষ্টীয় অব্দের প্রারম্ভে রাজা দিলু ইন্দ্রপ্রস্থের সন্নিকটে এক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার নিজের নামে "দিল্লী" নাম রাখিয়াছিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্যজী দিল্লী জয় করিলে পর তদীয় বংশধরেরা দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন নাই—উজ্জয়িনী হইতেই দিল্লীর শাসনকার্য্য চালাইতেন।

রাজা বীলন দেব নামক জনৈক মহাধমাত্য তর্বার (তয়াঁর) জাতীয় রাজপুত তৎকালে দিল্লীতে বাস করিতেন। তদীয় পুরোহিতের ব্যাস "জগ্‌জ্যোতিষ" (জগজ্জ্যোতিষ) নামে এক পুত্র ছিল। তিনি কাশী হইতে জোতিষ শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জ্যোতিষ দ্বারা গণনা করিয়া দেখিলেন যে একটী নির্দ্দিষ্ট দিন হইতে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যে কেহ দিল্লীতে খুঁটি পুঁতিবে তাহার বংশ দিল্লীতে চিরকাল অবিচ্ছিন্ন রাজত্ব করিবে।

তিনি এই কথা প্রকাশ করিলেন না—মনে মনেই রাখিলেন। যখন সেই নির্দ্দিষ্ট শুভ লগ্ন আসিল ব্যাসজী বীলন তর্বারকে বলিলেন— "বীলণ দেব। যদি তুমি আমার কথানুযায়ী কার্য্য করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে "অনঙ্গপাল" রাজা করিব। ("অনঙ্গপাল" অর্থ এই, যে যাঁহার অধীনে বিশ সহস্র বা চল্লিসশত রাজা (vassal kings) থাকে।) বিক্রমাদিত্যের দিল্লী অধিকার কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসন শূন্য পড়িয়া আছে। আমি শাস্ত্র দেখিয়াছি যে যে কেহ সাত তোলা সোনার আটাইশ অঙ্গুল পরিমিত একটী খুঁটি পুঁতিবে, তাহার বংশ চিরকাল দিল্লীতে রাজত্ব করিবে। অতএব তুমি এইরূপ একটী খুঁটি তৈয়ারি করিয়া পোঁতে।" বীলণ দেব ব্যাসের উপদেশানুসারে একটী স্বর্ণ খুঁটি নির্ম্মাণ করাইলেন এবং যথাসময়ে রাত্রিযোগে দিল্লীতে পুঁতিলেন। * ৭৯২ সম্বতে বৈশাখ মাসে কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে অখণ্ড নক্ষত্রযোগে এই স্বর্ণ খুঁটি প্রোথিত হইয়াছিল।

---

* "According to local tradition, Dellhi was deserted from B. C, 57 until the year 792 of the Vikrama era, equivabut to A. D. 735-6 when a city was founded (near the qutb Minar) by a Prince of the Tomara line variously named Anonga Pala and Biian De"—vincent A. smith I. C. S.

অনন্তর ব্যাস জ্যোতিষী বীলণ দেবকে বলিলেন—"এই খুঁটী বাসুকীর মস্তকে প্রোথিত হইয়াছে, অতএব তুমি নিশ্চয়ই দিল্লীশ্বর হইবে ও তোমার বংশ কখন বিনষ্ট হইবে না।" ব্যাসদেব এই কথা বলিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্যাস চলিয়া গেলে পর বীলণ দেব স্বমনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন—"ব্যাসের কথা প্রলাপবাক্য। তিনি প্রবঞ্চনা করিয়াছেন। আটাইশ আঙ্গুল নীচে বাসুকি কেমন করিয়া হইবে? সহস্র সহস্র হাত খুঁড়িলেও বাসুকিকে পাওয়া যায় না।" বীলন দেবের সন্দেহ দূরীকরণার্থ তদীয় সভাসদগণ বলিলেন—"একথা বিশ্বাস যোগ্য নয়, সুতরাং মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। খুঁটি তুলিয়া দেখুন খুঁটীতে কোন রক্তের চিহ্ন থাকে কিনা। যদি রক্তের চিহ্ন থাকেত সত্য নতুবা মিথ্যা।"

অনন্তর রাজা বীলনদেব খুঁটী তুলিতে আজ্ঞা দিলেন। খুঁটি তোলা হইল—আর খুঁটির অগ্রভাগ হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল!! তদ্দর্শনে রাজা বীলন যৎপরোনাস্তি উদাসচিত্ত ও শোকান্বিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যাসদেবকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ব্যাসদেব আসিলে বীলন তদীয় তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন।

ব্যাসদেব বলিলেন—"বীলনজী তুমি কেন নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করিলে?—না ভাবিয়া চিন্তিয়া খুঁটী তুলিলে? পুনরায় খুঁটী পোঁত।"

পুনরায় খুঁটি প্রোথিত হইল কিন্তু এবার উনিশ অঙ্গুলির বেশী প্রবেশ করিল না।* ব্যাসদেব তখন রাজা বীলনজীকে বলিলেন—"আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। আমি জ্যোতিষশাস্ত্র দেখিয়াই তোমায় সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম। তুমি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ সমস্ত বৃথা করিলে। উনিশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত খুঁটি প্রোথিত হইয়াছে, অতএব তোমার বংশ উনিশ

---

* The tradition about Bilan De still current at Delli is on the face of this a myth. Though the famous iron pillar at Delli is supposed to have been moved from its original site (on the top of a hill or mound known as Vishnu Pada at the Mothura) by Anangapal identified with Bilan De and set up near the qutb Minar or Mosque where it still stands—Vincent. H,Smyth.

পীঁড়ী বা পুরুষ পর্য্যন্ত দিল্লীতে রাজত্ব করিবে। তৎপরে চৌহান (রাজপুত)গণ রাজা হইবে। চৌহান * বংশের পর তুর্করা দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিবে। বীলণদেব ও তদ্বংশীয় রাজারা উনিশ পীঁড়ী বা পুরুষ পর্য্যন্ত দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই উনিশ পীঁড়ীর নাম ও রাজত্ব-কাল।—

নাম	বৎসর	মাস	দিন	ঘড়ী
১। রাজা বীলনদেব	২৮	৫	৩	৮
২। গঙ্গ ("গঁগ".) রাবলজী	২১	৩	৩	৮
৩। পৃথ্বীজী ("প্রীথকরাজজী")	১৯	৬	১৯	১১
৪। সহদেবজী	২০	৭	২৭	১৫
৫। রোজজিতজী	১৫	৩	৬	৩
৬। নরপালজী	২৭	১	৩	১১
৭। বীদরজী	১৪	৩	১১	১৯
৮। বৎসরাজজী ("বষরাজজী")	২১	১	১৩	১১
৯। নোপালজী	২১	৪	৪	৮
১০। তিলন:দেবজী	১৯	৩	১৫	৯
১১। বীরপালজী	২১	৬	১৫	১১
১২। জুলযানজী	১৫	১০	১০	১৬
১৩। যশপালজী ("জসপালজী")	১৪	৪	৩	১০
১৪। কুমারপালজী ('কবরপালজী')	২১	৩	১১	৮
১৫। অনঙ্গপালজী	১৯	৬	১৮	১০
১৬। তেজপালজী	২৪	১	১৬	১১
১৭। মহাপালজী	১৫	৩	১৭	১১
১৮। কৃষ্ণপালজী	১২	৯	১৬	৫
১৯। পৃথীরাজজী	১২	৩	৬	১৭

* চৌহান শব্দ 'চতুরাহ্বান' শব্দের অপভ্রংশ। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকবর্ত্তী রাজগণকে যাঁহারা যুদ্ধার্থে আহ্বান করেন তাঁহারাই চতুরাহ্বান নামে প্রসিদ্ধ। রাজা বীলন যে ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজা হয়েন।

তিনশ পঁচাশি বৎসর হুমাস পরে চৌহান বীশল দে(ব) * আজমীর হইতে আসিয়া অকস্মাৎ দিল্লী বেষ্টন করিলেন। পৃথীরাজের এক লক্ষ একষট্টি হাজার সৈন্য ছিল। বীশল দেব চাল্লিশ হাজার মাত্র সৈন্য ছিল, কিন্তু পৃথীরাজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। বীশল দেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। তদীয় বংশ সাত পীঁড়ী (বা পুরুষ) দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিল। এই সাত পীঁড়ীর তালিকা ও রাজত্বকাল।

	নাম	বৎসর	মাস	দিন	ঘড়ী
১।	বীশল দে[ব] চৌহান	৬	৫	৪	৪
২।	গঙ্গাদেবজী ("গঁগেব অনদমেব")	৫	৩	৩	১১
৩।	পাহাড়ী আনোজী	৭	১	৫	১১
৪।	সন্তু সুরজজী	৭	৪	২	১
৫।	বিদর দেবজী	৪	৪	৫	১

---

*, বীশল দেব প্রায় ৭৩৫—৩৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীরাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তৎপরে তাঁর বংশধরগণ ৩৮৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা হইলে বিশল দেবের রাজ্যকাল এই পুঁথির মতে ৭৩৬+৩৮৫ অর্থাৎ ১১২১ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ১১৫১ খৃষ্টাব্দে বিশল দেব দিল্লী জয় করেন। শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক উল্লিখিত বিশল দেব সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর সহিত ইহার অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন—

Visal Deb the Chouhan king of Ajmere conquered Delhi in 1151 A. D. The last Tomar king Anangapal was compelled to give his daughter in marriage to someswаre, the son of Vishal Dev. and to enter into an agreement with his conqueror that someswar's son should entitled to the throne of Delhi. This son was the celebrated Prithvi Raj who ruled the united kitgdom of Delhi and Ajmere.

H. Sastri.

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে সুপ্রসিদ্ধ পৃথ্বীরাজজী বিশল দেবের পুত্র। কিন্তু বর্ত্তমান পুঁথির মতে পৃথ্বীরাজ বিশল দেব হইতে সপ্তম পুরুষ।

নাম	বৎসর	মাস	দিন	ঘড়ী
৬। জগ দেবজী	৩	১০	০	৩
৭। পৃথীরাজজী চৌহান	১৬	৫	২১	৩

অনন্তর চৌহান পৃথ্বীরাজজী দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কনোজরাজ জয়চন্দ্রজীর (দল-পাঙ্গলার?) পুত্রী সংযোক্তা ('সংযোবতা'কে) হরণ করিতে গেলেন। * জয়চন্দ্রজীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। পৃথ্বীরাজজীর ভাল ভাল সৈন্য বিনষ্ট হইল। অবশেষে তিনি (পৃথীরাজজী) বিজয়ী হইলেন ও সংযোক্তাকে লইয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করিলেন। সৈনিকদিগের মধ্যে যাহারা অনাহত ছিল, তাহারা পৃথ্বীরাজজীর সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীতে আসিল। যাহারা

---

* "A chowhan Prince ruling over Delli and Ajmere bore the proud name of prithivi Raja or Suzerain. The Rahtor king of kanauj celebrated feast in the spirit of the ancient Horse Sacrifice to proclaim himself the overlord.

At such a feast, all menial offices had to be filled by royal vassals and the Delli monarch was summoned as a gate keeper along with the other princes of Hindustan. During the ceremony, the Daughter of the king of Kanauj was nominally to make her *Swayamvara* or own choice of a husband. The Delhi Raja loved the maiden but he could not brook to stand at another man's gate. As he did not arrive the Kanauj king set up a mocking image of him of the door. When the princess entered the hall to make her choice, she looked round the circle of kings, then stepping proudly past them to the door,—threw her bridal garland over the neck of the ill-shapen image.

Forthwith says the story, the Delhi monarch rushed in, sprang with the princess on his horse galloped off to-wards his northern Capital. The outraged father led and his army against the run aways and having*called in the Afgans to attack Delhi* on the other side brought about the ruin of both the Hindu kingdoms"—W. W. Hunter.

পাঠক দেখিলেন হণ্টার সাহেবের লিখিত পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধীয় আখ্যানের সহিত এই পুঁথির আখ্যানের কোনই মিল নাই।

আহত হইয়াছিল, তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছিল। বুন্দেলখণ্ডে মোহ (Mohoba) নামক এক গ্রাম আছে। * তাহারা মোহতে আসিয়া পড়িল। তৎকালে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন রহিয়াছিল, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তত্রত্য রাজোদ্যানে আশ্রয় লইল। উদ্যানাধ্যক্ষ রাজার নিকট খবর প্রেরণ করিল। রাজার সৈন্য আসিয়া আহতদিগকে আক্রমণ করিল—মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়িল। বলা বাহুল্য, তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইল। এই ঘটনা দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজজীর কর্ণগোচর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে আসিয়া মোহ বেষ্টন করিলেন। মোহেশ্বর রাজা দীলা পঁয়ারের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। † আদল ও উদল নামক দীলা পঁয়ারের দুই মহাযোদ্ধা ছিল। তিনি তাঁহাদিগের হস্তে যুদ্ধের ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং কলিঞ্জরগড় বা দুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন। তদীয় পুত্র কুমার আদল ও উদলের সাহায্যে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে আদল ও উদল যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইলেন—কুমারের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল।

পৃথ্বীরাজজী বিজয়ী হইয়া দিল্লী ফিরিলেন ও সংযোক্তাকে লইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আর বাহির হইলেন না। তিনি সংযোক্তাকে পাইয়া রাজ্যের খবরাখবর কিছুই রাখিতেন না। ১১৭১ সম্বতের ছয়মাস পর্য্যন্ত তিনি অন্দরমহল হইতে বহির্গত হন নাই। কর্ণধার অভাবে রাজ্যের বিশৃঙ্খল ঘটিতে লাগিল। শঙ্করদাস সেঠ নামক জনৈক নীচ জাতীয় ব্যক্তি তাঁহার মন্ত্রী ছিল। সে আপন মনে যাহা ইচ্ছা করিতে লাগিল। পৃথ্বীরাজজীর দুই একটী মাত্র "ভাই বেটা" বা আত্মীয় স্বজন জীবিত ছিল। (অন্যান্য সকলে তদীয় যুদ্ধে নিহত হইয়া ছিল।)

---

* About A. D. 1186 Prithvi Raj Chowhan, king of Delhi conquered Mahoba from the Chandel king, Paramardider—Sastri.

† "At the close of the 12th country Prithiraj Chawhan of the united kingdom of Delhi and Ajmir wrested the greater partion of Kalanjar from Poromadider."—Sastri.

এই গ্রন্থে পরমর্দ্দিদার নামের পরিবর্ত্তে দিলা পঁয়ার নাম আছে।

তাঁহারা পরস্পরে বলিতে লাগিলেন—"পৃথীরাজজী সংযোক্তাকে লইয়া অন্তঃপুরে কালযাপন করিতেছেন। মন্ত্রী শঙ্করদাস কি করিতেছে কিনা কিছুই তিনি দেখিতেছেন না। শঙ্করদাসের বুদ্ধি তজ্জাতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক নয়। সুতরাং রাজ্য বিশৃঙ্খলতার পূর্ব্ব লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতেছে।"

অনন্তর তাঁহারা গুরুবর চন্দ্রভাটের সহিত পরামর্শ করিলেন—"কি করিলে রাজা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবেন?"

চন্দ্রভাট বলিলেন—"মন্ত্রীকে মারিয়া ফেল, তাহা হইলে রাজা স্বয়ংই বাহির হইবেন। অন্তঃপুরে নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিবেন না।"

তাঁহারা তাহাই করিলেন। শঙ্করদাসকে মারিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তথাপিও রাজা বাহির হইলেন না। রাজ্যের বিশৃঙ্খলা অধিকতর বাড়িতে লাগিল।

শঙ্করদাসের এক পুত্র ছিল। সে পিতার হত্যার পর তদীয় আত্মীয় বর্গের সহিত পরামর্শ করিল। তাহারা বলিল—"তুমি এক্ষণই সপরিবারে দিল্লী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন কর, নতুবা তোমরাও বিনষ্ট হইবে।"

অনন্তর সে পিতার সৎকার (শ্রাদ্ধাদি) করিতেছি ভাণ করিয়া সপরিবারে দিল্লী পরিত্যাগ করিল ও গজনাধিপতি গোরী শাহার নিকট গমন করিয়া বলিল—"পৃথীরাজজী কনোজরাজ দুহিতা সংযোক্তাকে হরণ করতঃ তৎসঙ্গে অন্তঃপুরে কালযাপন করিতেছেন। রাজ্যের শুভাশুভ প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন না। দু একটী "ভাই বেটা" বা আত্মীয়স্বজন ভিন্ন অন্যান্য সকলে তদীয় যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন। মৎপিতা মন্ত্রী শঙ্করদাসও অন্যায় পূর্ব্বক নিহত হইয়াছেন। আপনার এই অবসর। আপনি অক্লেশে দিল্লী অধিকার করিতে পারিবেন। পৃথীরাজের যে কিছু সৈন্য আছে আমি তাহাদেরও হস্তগত করিয়া লইব। অতএব আপনি সত্বর দিল্লী আগমন করুন।" *

এই কথা শুনিয়া বাদশাহ গোরীশাহ ৪২,৭১২ বিয়াল্লিশ হাজার নশ বাহাত্তর অশ্বারোহীসহ দিল্লী বেষ্টন করিলেন। পৃথীরাজজীর দুইটী মাত্র

* পাঠান দিগের ভারতাক্রমণ সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ আখ্যানের সহিত এই ইতিহাসোল্লিখিত ঘটনার কোনই ঐক্য দেখিতেছি না।

"ভাই বেটা" জীবিত ছিল—তাঁহারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে উভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইল—সৈন্যগণ পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তথাপিও রাজা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিলেন না।

গোরীশাহ অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া পৃথীরাজকে ধরিলেন ও লৌহ-শলাকা দ্বারা তাঁহার চক্ষুদ্বয় অন্ধ করিয়া দিলেন। সম্বৎ ১১৭৭ অব্দে চৈত্রমাসে ত্রয়োদশী তিথিতে পাঠানগণ দিল্লী অধিকার করিল।

গোরীশাহার বংশ ১৩ তের পীঁড়ী বা পুরুষ দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিল।

এই তের পীঁড়ীর নাম ও রাজত্বকাল।

	নাম	বৎসর	মাস	দিন	ঘড়ী
১।	গোরী শাহ	১৪	৫	১৭	১৬
২।	সমস্দ্দীন ("সমস-দীন")	২০	৩	৭	২৭
৩।	কুতবউদ্দীন ("কুতব-দীন")	৩০	৩	১৩	১৫
৪।	ফীরোজশাহ	৩১	৩	১০	১৯
৫।	অমীশাহ	৩	২	১১	১১
৬।	আলাউদ্দীন ('অলাবদীন')	৩১	৬	১	২৭
৭।	সমদীন	১	১	৫	৭
৮।	গোসদীন	২১	৬	১	২৭
৯।	সমস্দ্দীন ('সমস-দীন')	১	৬	১	১৭
১০।	জলাল উদ্দীন ('জলাল-দীন')	৬	৬	১	১০
১১।	ফুরুক দীন	০	৬	১	৬
১২।	অলা উদ্দীন ('অলাব-দীন')	১৯	৩	১৫	১১
১৩।	সুলতানদীন	০	৬	০	০

পাঠানগণ ১৯৩ একশ তিরেনব্বই বৎসর দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিল।

আলাউদ্দীন (অলাবদীন) মহাপরাক্রমী ও ওজঃ সম্পন্ন বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার নাম সুদূর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার ৩,০০০ উমরা (nobles) ছিল—তন্মধ্যে ১৪১ একশ এক চল্লিশ উমরা সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা (governors of provinces) ছিল। একদিন

আলা উদ্দীন মনে মনে ভাবিলেন—"আমি স্বীয় বাহুবলে সমস্ত ভারতবর্ষ বিজয় করিয়াছি। বড় বড় উমরা ও সামন্তগণ (Vassal Kings) আমার পদসেবক। আমি ধরা জয় করিয়াছি—সমুদ্র জয় না করিতে পারিলে আমি বাদশাহ নামের উপযুক্ত নই। *

এইরূপ চিন্তার পর একদিন বাদশাহ আলা উদ্দীন সত্যসত্যই সমুদ্র জয় করিতে বহির্গত হইলেন—অসি নিষ্কাশিত পূর্ব্বক সগর্ব্বে সাগরবক্ষে সতেজে অশ্বচালন করিলেন। সাগর দ্বিধা হইল—তিনিও অতল জলগর্ভে নিমগ্ন হইলেন !!

আলা উদ্দীনের একপুত্র ছিল—সুলতানদীন। সে পিতার মৃত্যুর পর ছয়মাসমাত্র জীবিত ছিল। সুলতানদীনের কোন পুত্র ছিল না, সুতরাং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা (উমরা)গণ আপনাদিগকে স্ব স্ব দেশের (বা শাসন বিভাগের) বাদশাহ পরিঘোষণা করিলেন। দিল্লীবাসী উমরাগণ দিল্লীর সিংহাসনের জন্ম পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল।

তদ্দর্শনে সুলতান দীনের বেগম এই উমরাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন—"তোমরা আপসে লড়াই না করিয়া, তোমাদিগের মধ্যে যে সর্দ্দার উপযুক্ত তাঁহাকেই দিল্লীর বাদশাহ করিয়া অশান্তি দূর কর।"

উমরাগণ নিজ নিজকেই বাদশাহ পদের উপযুক্ত মনে করিল—সুতরাং কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। পূর্ব্ববৎ লড়াই ও দাঙ্গা হইতে লাগিল—দিল্লীর সিংহাসন প্রায় শূন্য রহিল।

১৩৮৭ তেরশ সাতাশি সম্বৎ পর্য্যন্ত দিল্লীর কোন সুবন্দোবস্ত হইল না।—ঝগড়া বিবাদ চলিতে লাগিল।

এই অবস্থায়—"জোর যার, মল্লুক তার" প্রবচনানুসারে যে যে উমরাও-গণ বলপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিল, নিম্নে তাহাদিগের নাম ও রাজত্বকালের তালিকা প্রদত্ত হইল।

নাম	বৎসর	মাস	দিন	ঘড়ী
১। বুতউদ্দীন ("বুতব-দীন")	৪	২	১০	১১
২। গোস দীন	৪	৩	১১	১৯

* ঠিক ইহার অনুরূপ আখ্যান ইংলণ্ডাধিপতি ক্যানুট সম্বন্ধেও আছে।

নাম	বৎসর	মাস	দিন	ঘড়ী
৩। মহম্মদ দীন ("মহমদ-দীন")	১৭	৩	১৫	৭
৪। তুকল শাহ	০	৫	০	৭
৫। যাবক শাহ	০	৬	১৫	১৫
৬। দৌলত খান (খাঁ)	৮	১	১৮	১
৭। বদর খান (খাঁ)	১২	১	১১	০
৮। মুবারক খান (খাঁ)	১১	১১	১৯	১
৯। আলা উদ্দীন খান (খাঁ) ("অলাব-দীন")	৭	৩	১	৯

নয় পীঁড়ী পর্য্যন্ত এইরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা পূর্ব্বক উত্তমরাওগণ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া বাদশাহ হইয়াছিল—৯ পীঁড়ী পর্য্যন্ত এইরূপ বিশৃঙ্খল ছিল।

সবোলোদী * নামক জনৈক ঘেস্থড়ে তৎকালে লাহরে বাস করিত। একদিন সে ঘাস কাটিতেছে এমন সময়ে একটী ফকির ঘোড়ায় চড়িয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে তাঁহাকে বলিল—"এ দাসকে প্রভুর সেবার জন্য হুকুম করুন।"

ফকির—"তুই বোস্। আমি তোর প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোকে চারি পীঁড়ী (বা পুরুষ) পর্য্যন্ত দিল্লীর বাদশাহ করে দিচ্ছি।" এই বলিয়া ফকির অন্তর্ধান হইলেন।

লোদী (সবোলোদী) ফকিরের ঘোড়া লইয়া মহাআহ্লাদে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। পরদিন লোদী পুনরায় ঘাস কাটিতে গেল। ঘাস কাটিতে কাটিতে সে অকস্মাৎ প্রচুর গুপ্তধন পাইল। মাটি হইতে ধন বাহির করিয়া ঘাসে আচ্ছাদন করিল ও অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। দিন দিন সে ঘোড়া কিনিতে ও বেচিতে লাগিল। দিন দিন লক্ষ্মী তাহার প্রতি প্রসন্না হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে লোদীর এক হাজার সাতশ পঁচানী ঘোড়া হইল—তখন সে ছদ্মবেশী সৈন্য লইয়া ঘোড়ার ব্যবসা করিবার

* "লোদী" অর্থ "ঘাসরার"—(ঘেস্থড়ে)।

ভাগ করিয়া দিল্লীর সন্নিকটে তাম্বু ফেলিল। দিল্লীবাসীরা একজন বড় সওদাগর বা অশ্বব্যবসায়ী আসিয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিল।

অতঃপর একদিন বাদশাহ আলা উদ্দীন খাঁ (=অলাব—দীন খান) সহরের বাহিরে নমাজ পড়িতে যাইতেছিলেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে স্বল্পই সবারী (লোকজন বা দলবল) ছিল।

ছদ্মব্যবসায়ী লোদী অবসর পাইয়া সদলে বাদশাহকে আক্রমণ করিল ও তাঁহাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিল। আলা উদ্দীনের সৈন্য সামন্ত পলায়ন করিল। আলা উদ্দীনের কোন পুত্রও ছিল না।

সবোলোদী স্বীয় নাম পরিত্যাগ করতঃ পূর্ব্বোক্ত বাদশাহার নাম ধারণ পূর্ব্বক (অর্থাৎ লোদী আলাউদ্দীন খাঁ নাম গ্রহণ করিয়া) ১৫৫৩ সম্বতে চৈত্রমাসে ত্রয়োদশী তিথিতে দিল্লীর সিংহাসন অধিরোহণ করিল।

তদীয় বংশধরেরা চারি পীঁড়ী (পুরুষ) বা ৪৩ তেতাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীতে বাদশাহী (রাজত্ব) করিয়াছিল।

এই চারি পীঁড়ীর নাম ও রাজত্বকালের তালিকা।

	নাম	বৎসর	মাস	দিন	ঘড়ী
১।	লোদী আলাউদ্দীন খাঁ ('অলাব—দীন খান')	১৭	১	০	০
২।	বহলোল খাঁ	৩	২	৮	৫
৩।	সহদসক খাঁ	১৮	২	৬	১
৪।	বিরাম খাঁ	৫	১	০	১

ফকিরের বচনানুযায়ী সবোলোদী ও তৎবংশ এইরূপে চারি পুরুষ পর্য্যন্ত দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিল।

অতঃপর তিমরলিঙ্গ নামক এক ব্যক্তি "গড়গজনী" (গজনীদুর্গে) বাস করিতেছিল। সে গোপালক ছিল—দুগ্ধাদির ব্যবসা করিত। একদিন একটী ফকির এই বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে যাইতেছিল—"যে আমাকে ভাঙ ও হালুয়া খওয়াইবেক, আমি তাহাকে দিল্লীর বাদশাহ করিয়া দিব।" তিমরলিঙ্গ তৎকালে গরু চরাইতেছিল—এই কথা তাহার



তিমুর শাহ।

কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। সে অনতিবিলম্বে ভাঙ ও হালুয়া লইয়া ফকিরের সম্মুখে উপস্থিত করিল। ফকির প্রথমে ভাঙপান করিল ও পরে হালুয়া ভক্ষণ করিল।

পানাহারান্তে ফকির মহাসন্তুষ্ট হইয়া তিমরলিঙ্গকে এই আশীর্ব্বাদ বা বর দিয়া চলিয়া গেল—"তোকে ৭ সাত পীঁড়ী পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসন প্রদান করলুম।"

তিমরলিঙ্গ ফকিরের বাক্যে উত্তেজিত হইয়া গরু বেচিতে আরম্ভ করিল ও ঘোড়া কিনিতে লাগিল। দিন দিন তাহার ব্যবসায়ে উন্নতি হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার ১৫,৫৫২ পনর হাজার পাঁচশ বাহান্ন ঘোড়া হইল। তখন সে অকস্মাৎ দিল্লী বেষ্টন করিল ও লড়াই আরম্ভ করিয়া দিল। * বিরাম খাঁ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং তিনি পরাজিত হইলেন। তিমুরলিঙ্গ দিল্লীর অধিবাসীদিগকে বিনষ্ট করিয়া সিংহাসন অধিকার করিল। †

তিমরলিঙ্গের সাত পীঁড়ী বা পুরুষ দিল্লীতে বাদশাহী (রাজত্ব) করিয়াছিল। তিমরলিঙ্গ হইতে হমায়ুঁ পর্য্যন্ত তিন পীঁড়ী প্রথম রাজত্ব করিয়াছিল। হমায়ুঁর রাজত্বকালে 'সের' নামক এক তেজস্বী রাজবংশ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। তৎপরে তিমরলিঙ্গের অবশিষ্ট চারি পীঁড়ী বা পুরুষ পুনরায় দিল্লীতে রাজত্ব করে। ফলতঃ ফকিরের কথা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই।

তিমরলিঙ্গের প্রথম তিন পুরুষ পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিল।

---

* সচরাচর ঐতিহাসিকদিগের মতে টাইমর লঙ্গের ভারতাক্রমণ লোডি বংশের রাজত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই পীঁড়ী দরপীঁড়ীর ঐতিহাসিকের মতে দেখিতেছি লোডি রাজত্বের পরে টাইমুরের আক্রমণ ঘটিয়াছিল।

† On entering Delhi, Timur proclaimed himself Emperor; and immediately afterwards the sack of the city commenced. For five days human blood in torrents; and the roads became impassable from the heaps of dead bodies rotting on them.—SASTRI.

এই তিন পীঁড়ী বা পুরুষের নাম ও রাজত্বকালের তালিকা।

নাম	বৎসর	মাস	দিন	ঘড়ী
১। তিমর লিঙ্গ	১১	১	৫	৮
২। ববর	২৫	৮	১১	২২
৩। হুমাহুঁ	৪	৫	২	৩

অনন্তর "সের" * নামক জনৈক দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল। হুমাহুঁর সহিত যুদ্ধ হইল। হুমাহুঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। সেরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিল।

সেরশাহ ও তৎবংশীয়গণ পাঁচ পীঁড়ী পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসর কাল দিল্লীতে বাদশাহী (রাজত্ব) করিয়াছিল।

এই পাঁচ পীঁড়ির তালিকা।

নাম	বৎসর	মাস	দিন	ঘড়ী
১। সেরশাহ	৮	১০	৯	১৩
২। সলীমশাহ	০	১	১৩	০
৩। ফিরোজশাহ	৭	৫	৮	৮
৪। সুরলশাহ	৭	৩	৩	৬
৫। অলীমহম্মদ	৬	৬	১০	০

হুমাহুঁ সেরশাহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বল্ক দেশে (Balkh) পলায়ন করিলেন ও তত্রত্য বাদশাহর শরণাপন্ন হইলেন। বল্কাধিপতি হুমাহুঁকে বিয়াল্লিশ হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষ করিয়া গড় গজনীর সুবাদার পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। হুমাহুঁ বল্কদেশে বেগমগণকে রাখিয়া গড় গজনীতে সুবাদার হইয়া গমন করিলেন।

কিছুদিন গত হইলে হুমাহুঁ গড় গজনী হইতে বল্কেশ্বর বাদশাহকে পত্র দ্বারা নিবেদন করিলেন—"যদ্যপি আপনি আজ্ঞা দেন তো আমি দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় বাদশাহ হইতে চেষ্টা করি।" বল্কেশ্বর প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—"আচ্ছা, তুমি যাইতে পার। আমারও বিশ্বাস যে তুমি অচিরে পুনরায় দিল্লীর বাদশাহ হইবে।"

* সের অর্থ—ব্যাঘ্র।



বাবর শাহ।

অনন্তর হুমাহুঁ, এই আশ্বাস বাক্য পাইয়া, ৪২,০০০ বিয়াল্লিশ হাজার অশ্বারোহীসহ দিল্লী প্রত্যাগমন করিলেন। এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। অলী মহম্মদশাহ হত হইলেন।

১৬১১ সম্বতে (১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে) আষাঢ় মাসে সপ্তমী তিথিতে হুমাহুঁ পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

হুমাহুঁ এই দ্বিতীয় বারে এক বৎসর পাঁচ মাস তেরদিন মাত্র বাদশাহী করিয়াছিলেন। * হুমাহুঁর মৃত্যুকালে তদীয়পুত্র আকবর ও বেগমগণ বঙ্গ দেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। হুমাহুঁ পরলোক গমন করিলে পর তদীয় মন্ত্রী হেমুড় দিল্লীর সিংহাসন অধিকার ১ করিলেন। এই সমাচার বঙ্গেশ্বর বাদশাহের কর্ণগোচর হইল। তিনি আকবরকে ডাকিয়া বলিলেন—

"আকবর। তোমার পিতা হুমাহুঁ লোকান্তর গমন করিয়াছেন ও জনৈক (মহম্মদ ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু) বণিয়া বাদশাহ হইয়া বসিয়াছে। অতএব তুমি সত্বর দিল্লী গমন কর।" আকবরের বয়ঃক্রম তৎকালে বাইশ বৎসর মাত্র ছিল। তিনি বার হাজার অশ্বারোহী ও তদীয় একটী বিশ্বাসী উমরার সহিত পানিপথে গিয়া তাম্বু ফেলিলেন।

হেমুড় একলক্ষ সৈন্য লইয়া নর্পথে আকবরের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। প্রকৃতপক্ষে আকবর সিংহাসনের অধিকারী—হেমুঢ় বলপূর্ব্বক বাদশাহ হইয়াছিল। অতএব হেমুঢ় পক্ষীয় উমারাওগণ আকবরের দলে আসিয়া মিলিল। নর্পথ ও পানিপথের সন্ধিস্থলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

অকস্মাৎ আকবরের পক্ষ হইতে একটী গোলা হেমুড়ের হস্তীকে আঘাত করিল—হেমুড়ের রাজছত্র স্খলিত হইল ও হস্তী দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

---

* Humayan, having recovered his Kabul dominians reigned again for a few months at Delhi but died in 1556A.D. (=1612 S.E.) —W. W. Hunter.

১ হেমুঢ় কে ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা হিমু নামে অভিহিত করিয়াছেন। হেমু সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—He was a poor Hindu who kept a shop at Delhi.

আকবর বিজয়ী হইলেন ও ১৬১৩ সম্বতে (১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে) ফাল্গুনমাসে দ্বাদশী তিথিতে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। *

তিমরলিঙ্গ হইতে প্রথম তিন পীঁড়ী পূর্ব্বেই দিল্লীর বাদশাহ হইয়াছিল। পরে আকবর হইতে অবশিষ্ট চারি পীঁড়ী বাদশাহী করিয়াছিল। অর্থাৎ ফকির যে সাত পীঁড়ীর কথা বলিয়াছিলেন সেই সাত পীঁড়ীই (প্রকৃত পক্ষে ছয় পীঁড়ী) দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিল।

এই শেষোক্ত চারি পীঁড়ীর নাম ও রাজত্বকালের তালিকা।

নাম	বৎসর	মাস	দিন	ঘড়ী
১। হেমুট শাহ	০	৫	৭	০
২। আকবর শাহ	৪৮	০	৮	০
৩। জিহাঙ্গীর	২২	১০	৩	০
৪। শাহাজাহান	৩২	১০	২০	০

অনন্তর ঔরঙ্গজেব দক্ষিণ হইতে ফিরিলেন মুরাদ শাহ আমেদাবাদে ছিল। উভয়ে যুক্ত হইল। রাজা যশবন্ত সিংহ ঢোলেরও সহিত ভারি যুদ্ধ হইল। ক্রমে ধোলপুরেও লড়াই গড়াইল। অবশেষে ঔরঙ্গজেব দিল্লী আক্রমণ করিলেন ও তদীয় পিতা শাহজাহানকে আগরার কেল্লায় নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং বাদশাহ হইলেন। ১৭১৪ সম্বতে (১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে) শ্রাবণ মাসে (দ্বিতীয়) একাদশী তিথিতে ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। † অনন্তর তিনি পূর্ব্বদিকে লড়াই করিতে

---

* এই পুঁথির উল্লিখিত পানিপতের যুদ্ধকালের সহিত সচরাচর ইতিহাসোল্লিখিত কালের ঐক্য দেখিতেছি। কিন্তু প্রচলিত ইতিহাস সমূহে 'হেমু'র পরিবর্ত্তে বৈরামের সহিত আকবরের পানিপতে যুদ্ধ হয় ইহাই লিখিত আছে।

† Akbar lay under the curse of rebellious sons. As Jahangi had risen against his most loving father, Akbar; and as Shah Jaha had mutinied against Jahangir; so Shah Jahan in his turn suffere from the intrigues and rebellions of his family. In 1658 Aurangze deposed his father and proclaimed himself Emperor in his stea The unhappy father Shah Jahan was kept in confinement for 7 year and died a State Prisoner in the fort of Agra in 1666 A. D.—W. W Hunter.



আকবর শাহ।



শা জাহান।

গেলেন। সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত অশ্বারোহণে গমন করিয়াছিলেন—তৎপরে "বিলাতাভি মুখে যাত্রা করিলেন। *

'বিলাত' হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আজমীরে আসিলেন। আজমীরের সুবাদার সোদার শাহার সহিত যুদ্ধ হইল। সোদার শাহ পলায়ন করিল।

অম্বরেশ্বর রাজা (সবাই) জয়সিংহজী সোদরশাহকে ধরিয়া আনিলেন এবং তাহার কণ্ঠে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন। মুরাদ শাহ ও কেল্লায় নিক্ষিপ্ত হইলেন। ওরঙ্গজেব এইরূপে সকলকে দাবাইয়া বা স্ববশে আনিয়া একান্ন বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। দক্ষিণস্থ মোহ প্রদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। তদীয় মৃত্যুর পর আজমতার ছয়মাস বাদশাহী করিয়াছিল। অতঃপর বাহাদুর শাহ পূর্ব্ব হইতে আসিল। ধোলপুরে যুদ্ধ হইল। আজমতার গোলা লাগিয়া পঞ্চত্ব পাইলেন। ১৭৬৫ সম্বতে বাহাদুর শাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিরোহণ করিলেন। অতঃপর বাহাদুর শাহ আরাঙ্গাবাদে কাম-বক্সকে মারিয়া ফেলিলেন। পাঁচ বৎসর পরে তিনিও পরলোক গমন করিলেন।

সৈয়দগণ ১৭৭০ সম্বতে ফরকসেরকে সিংহাসনে বসাইল। একশত বৎসরের মধ্যে সাত পীঁড়ী রাজত্ব করিল। অনন্তর সৈয়দগণ মন্ত্রীর অনুপস্থিতে ফরকসেরকে হত্যা করিল ও শাহদোলাকে আগরার সিংহাসনে বসাইল।

শাহদোলা ছয়মাস মাত্র বাদশাহী করিয়াছিল। তৎপরে সৈয়দগণ মহম্মদ শাহকে নামমাত্র বাদশাহ ঘোষণা করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য চালাইতে লাগিল। পরে মোগলগণ সৈয়দদিগকে মারিয়া ফেলিল। মহম্মদ শাহ একত্রিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদীয় রাজত্বকালে নাদরশাহ "বিলাত" হইতে আসিয়াছিল ও দিল্লী লুটপাট করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। মহম্মদ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করেন নাই। মহম্মদ শাহ গতায়ুঃ হইলে পর আহম্মদ শাহ বাদশাহ হইলেন। তিনি চল্লিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

* 'বিলাত' শব্দে ইরাণ বা পারস্যদেশ।

আহম্মদ শাহার রাজত্বকালে দক্ষিণী মহারাষ্ট্রীয়গণ দিল্লী লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিল। মহম্মদ শাহার গাজুরদীখা নামক এক মন্ত্রী ছিল। সে বাদশাহ আহম্মদ শাহার চক্ষু লৌহশলাকা দ্বারা অন্ধ করিয়া দিল ও আলমগীরকে সিংহাসনে বসাইল; কিন্তু তাঁহার রাজ্য ভাল 'জমে' নাই অর্থাৎ সুশৃঙ্খলাপন্ন হয় নাই। তিনি প্রয়াগে গিয়া সুজা-বদোল (সুজা উদ্দৌলা)র অধীনস্থ হইলেন এবং তথায় কালপ্রাপ্ত হইলেন। অলমগীরের মৃত্যুর পর শাহা অলীম আপনাকে বাদশাহ ঘোষণা করিলেন। শাহা অলীমও প্রয়াগে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। শাহা অলীমের পর আলী গোহর বাদশাহ হইল। অনন্তর দক্ষিণস্থ মাহাদজী পটল সিন্ধো প্রয়াগ হইতে আসিয়া দিল্লী হস্তগত করিল।

শাহজানের পরবর্ত্তী বাদশাহদিগের নাম ও রাজত্বকালের তালিকা।

	নাম	বৎসর	মাস	দিন	ঘড়ী
১।	ঔরঙ্গজেব	৫১	০	০	০
২।	আজম তারো	০	৬	০	০
৩।	বাহাদুরশাহ	৫	০	০	০
৪।	ফরকসের	৭	০	০	০
৫।	শাহ দোলা	০	৬	০	০
৬।	মহম্মদ শাহ	৩১	০	০	০
৭।	আম্মদ শাহ	৪০	০	০	০
৮।	আলমগীর	৪	০	০	০
৯।	শাহা আলম বা আলীম	৭	২	৫	৪
১০।	আলীগোহর	৩	৫	৪	৪

বাদশাহদিগের অধীনস্থ প্রদেশাবলী।

নাম	সুবা বা প্রদেশ	সরকার	পরগণা	আয়
১। আগরা ('আগরো')	১	১৪	২৯৭	৮,৭৭,৬,০৮,৭,০১০০
২। আজমীর				



দ্বিতীয় আকবর শাহ।



বাহাদুর শা।

('অজমের')	১	৭	৩১৯	৫১,১৬২,৭৪০
৩। আমোদাবাদ				
('অমঁদাবাদ')	১	৯	১৬৫	৩৫৩,৬২৮,৮৮০
৪। এলাহাহাদ				
('ইলাবাদ')	১৭	১৬	১৭৭	৩,১৭১,১৯৫,৯৩৫
৫। উড়িষ্যা				
('উড়ীসৌ')	১	১১	২৩৩	১৭৯,৪৪৫,৮৮১
৬। বিহার	১	৩৪	৪৫	৩৫,৯২৬,৭৩২
৭। কাবুল				
('কাবিল')	১	১	৬৭	৯,০৪১,৯৩৭
৮। পাটনা				
('পটনো')	১	৬	৮	৫,২২৬,১১০
৯। কাশ্মীর				
('কাসমীর')	১	১	৪৪	১১১,৪১৩,৩১৩
১০। বাঙ্গলা বা বঙ্গদেশ				
('বঙ্গালো')	১	১৪	১০৬৭	৪১১.৬৮৮,৬৮৯
১১। দক্ষীণ	১	১০	২৯৯	২৬৬,২৭০,৮২১
১২। ঠঠো (সিন্ধ)	১	৪	১৪৯	১৯২,৯৭৭,৩৯৩
১৩। দিল্লী	১	৮	৩২৬	১৫০,৭৭৯,৮৭১
১৪। লাহোর	১	১	২৭৩	৭৮,৮৬৩,২৭৮
১৫। মুলতান	১	৪	৯১	২৪২,২৮৪,২০৭
১৬। উজ্জন-মালবা ('উজীন				
মালয়ো')	১	১২	১৩০৯	৩৫৫,৪১৭,২৮৮

ইতি দিল্লীর রাজবংশাবলী সমাপ্ত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

নারিকেলের ছাঁচ।

উপকরণ।—মেওয়া আড়াই পোয়া, বড় নারিকেল দুইটী, দোবারা চিনি আধসের, জল পাঁচ ছটাক, দুধ এক ছটাক।

প্রণালী।—নারিকেল দুইটীর উপরের খোসাভাল করিয়া চাঁচিয়া ফেলিয়া ধুইয়া লও। তাহা হইলে নারিকেল কুরিবার সময় আর উপরের গুঁড়া গুঁড়া খোসা কোরা নারিকেলের উপরে পড়িবে না। এইবারে নারিকেলটাকে আধখানা করিয়া ভাঙ্গ; জল বাহির করিয়া ফেল। নারিকেল দুইটী কুরিয়া সেগুলি একটি কাপড়ে করিয়া নিংড়াইয়া অল্প দুধ বাহির করিয়া ফেল। তারপরে কোরা নারিকেল ওজন করিয়া দেখ ওজনে দেড় পোয়া হইবে। তারপরে বেশ মিহি করিয়া পিষিয়া রাখ।

মেওয়াতে একটু জলের ছিটা দিয়া হাতে করিয়া মাড়িয়া লও।

এবারে আধসের চিনিতে একপোয়া জল দিয়া গুলিয়া একটী কড়া করিয়া আগুণে চড়াইয়া দাও। যখন দেখিবে চিনি গলিয়া গিয়াছে এবং জল হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে তখন একছটাক দুধে একছটাক জল মিশাইয়া ঢালিয়া দাও। ক্রমে ফুটিয়া চিনির গাদ এক ধারে জড় হইয়া আসিলে ঝাঁঝরি করিয়া গাদ ছাঁকিয়া উঠাইয়া ফেল। যতক্ষণ গাদ উঠিবে এই প্রকারে ঝাঁঝরি দ্বারা ছাঁকিয়া তুলিয়া ফেলিবে। ক্রমে প্রায় মিনিট কুড়ি পঁচিশ পরে রস খুব গাঢ় হইয়া আসিলে অর্থাৎ প্রায় চার তারবন্দের রস হইয়া আসিলে মেওয়া ইহাতে ঢালিয়া দাও। খুন্তি বা তাড়ু দিয়া ক্রমাগত নাড়িতে থাক। তাহা হইলে ক্রমে রসে মেওয়াটা সব মিশিয়া যাইবে। তার পরে প্রায় মিনিট পনের নাড়িতে নাড়িতে যখন অনেকটা গাঢ় হইয়া আসিয়াছে ও মোটা ফুট ফুটিতেছে দেখিবে তখন নামাইয়া নারিকেল বাঁটা দিয়া ভাল করিয়া মিশাইবে। মিশান হইয়া গেলে আবার উনানে চড়াইয়া দাও। আবার প্রায় মিনিট পনের নাড়িয়া নাড়িয়া পাক কর। হাতে করিয়া একটু লইয়া দেখিবে ঠাণ্ডা হইলে যদি বেশ নাড়ু পাকান যাইতেছে দেখ, তাহা হইলে নামাইয়া একটী

বারকোসে বা থালায় ঢালিয়া ঠাণ্ডা হইতে দিবে। একবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেলে তবে পাথরের বা কাঠের ছাঁচে দিয়া নানা রকম গড়নের গড়। প্রায় সাড়ে চার পোয়া জিনিশ হইবে।

আনুমানিক ব্যয়।—মেওয়া দশ আনা, নারিকেল দুই আনা, চিনি দুই-আনা গড়ে বার চৌদ্দ আনার ভিতরে হইয়া যাইবে।

নিমকি।

উপকরণ।—ময়দা দেড় পোয়া, ঘি এক সের, রসাল কাগজি নেবু দুইটী, কালজীরা সিকি তোলা, নুন সিকি তোলা, জল প্রায় পাঁচ কাঁচ্চা।

প্রণালী। ময়দাতে নুন, ও কালজীরা মিশাইয়া প্রায় দেড় কাঁচ্চা ঘিয়ের ময়ান মিশাও। ময়দাতে ময়ান মাখা হইয়া গেলে নেবুর রস মাখিয়া তারপরে জল মিশাও। ঠাসিয়া ঠাসিয়া ময়দা বেশ নরম করিয়া রাখ। এবারে বাইশ তেইশটী লোট্টি কাট। প্রত্যেক লোট্টি আবার হাতে করিয়া পাকাইয়া লও। এবারে প্রত্যেক লোট্টিকে বেলুনের দ্বারা আগে গোল রুটির মত করিয়া বেল। তারপরে প্রত্যেকটীকে দুই ভাজ কর। এই দুই ভাজ করা হইলে আবার চওড়া দিকে দুই ভাঁজ কর তাহা হইলেই ত্রিকোণাকার হইবে। এখন আর একবার বেলিয়া লও। তিন ইঞ্চি লম্বা তিন ইঞ্চি চওড়া অথচ ত্রিকোণাকার গড়ন করিতে হইবে।

এইবারে ঘি চড়াও। ঘিয়ের ধোঁয়া উঠিলে নিমকি ছাড়িয়া ভাজ। বেশী ঘি চড়াইতে হইবে। কিন্তু ঘি বেশী বাকী থাকিবে।

এই দেড় পোয়া ময়দায় প্রায় তিন পোয়া নিমকি হইবে।

ডিমের মুলুক্তানি স্যুপ।

উপকরণ।—ডিম ছয়টা, পোস্ত এক কাঁচ্চা, বড় দিশি হলুদ একখানা, শুয়া লঙ্কা দুইটি (বড় হইলে দুইটি ছোট হইলে তিনটি), নারিকেল কোরা

এক কাঁচ্চা, পেঁয়াজ পাঁচ কাঁচ্চা, আদা এক তোলা, ঘি দেড় ছটাক, জল দেড় সের, তেঁতুল এক কাঁচ্চা, নুন প্রায় এক তোলা, মাংস আধ পোয়া।

প্রণালী। আস্ত ডিম আনিয়া তাহার খোলার উপরটা ধুইয়া রাখিবে। মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ধুইয়া রাখ।

এক বাটী জলে পোস্তদানাগুলি ঢালিয়া দাও। তাহা হইলে নীচে বালিগুলা পড়িয়া যাইবে, আর উপর হইতে পোস্তদানাগুলি ছাঁকিয়া লইবে। তারপরে পোস্তদানা, হলুদ, লঙ্কা, নারিকেল কোরা, দুই কাঁচ্চা পেঁয়াজ, ও আদা টুকু সব একত্রে পিষিয়া রাখ। অবশিষ্ট তিন কাঁচ্চা পেঁয়াজ কুচি কাটিয়া রাখ। তেঁতুল টুকু এক পোয়া জলে ভিজাইয়া রাখ।

একটি হাঁড়িতে পাঁচ পোয়া জল দিয়া মাংস সিদ্ধ করিতে চড়াইয়া দাও। এই সঙ্গে ডিম কয়টাও সিদ্ধ করিতে দাও। প্রায় মিনিট কুড়ি পরে ডিমগুলি উঠাইয়া ঠাণ্ডা করিতে দাও এবং ইহার খোলা ছাড়াইয়া রাখ। তারপরে তিন কোয়ার্টার পরে যখন হাঁড়িতে আন্দাজ তিন পোয়াটাক জল থাকিবে তখন হাঁড়ি নামাইয়া মাংস সিদ্ধ জলটুকু একটি পাত্রে ঢালিয়া রাখ।

হাঁড়িতে এক ছটাক ঘি চড়াও। কুচি পেঁয়াজগুলি ছাড়। চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেশ লাল রং হইয়া ভাজা হইলে পেঁয়াজগুলি উঠাইয়া পোসা ছাড়াইয়া আস্ত সিদ্ধ ডিমগুলা ঘিয়ে ছাড়িয়া ভাজ। মিনিট দশ পরে যখন ডিমের গা অল্প লাল হইয়া কুঁচকাইয়া আসিলে বুঝিবে ভাজা হইয়া গিয়াছে তখন ডিমগুলি উঠাইয়া রাখিবে। অবশিষ্ট আধ ছটাক ঘি ইহাতে ঢালিয়া দিয়া পেষা মশলা ছাড়িয়া কসিতে থাক। মশলা কসিতে কসিতে যখন দেখিবে হাঁড়ির গায়ে দাগ লাগিয়া যাইতেছে তখন একটু জলের ছিটা দিবে। আবার নাড়িয়া নাড়িয়া কসিবে। আবার হাঁড়ির গায়ে দাগ লাগিয়া গেলে আবার একটু জলের ছিটা দিবে। এইরূপে প্রায় পনের মিনিট কাল খুন্তি বা হাতা দ্বারা নাড়িয়া কসিতে হইবে। কসিবার কালে ইহাতে এক ছটাক জল খাওয়াইতে হইবে। যখন মশলার রং তামাটে বর্ণের হইয়া আসিবে তখন মাংসসিদ্ধ জল ঢালিয়া দিবে এবং জলে ভিজান তেঁতুলটাও গুলিয়া ইহাতে ঢালিয়া দিবে। নুন দাও। প্রায় মিনিট পনের ফুটিলে পর একখানি কাপড়ে ইহা ছাঁকিয়া তাহাতে

ভাজা ডিমগুলি আধখানা করিয়া কাটিয়া ঝোলটাতে ফেল। আবার মিনিট সাত আট ফুটিলে পর তবে নামাইবে।

ভোজনবিধি।—গরম গরম অন্ন ভাত দিয়া গরম গরম খাইবে। ইহা কারি সুপের জাতীয়।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

গীতিকুঞ্জ

কি হয়েছে ?

মূলতান—একতালা।

কাছে আসিবারে ডাকিলে তোমায়
তুমি কর গৌণ ;
কি হ'য়েছে যদি পুছি বারে বারে
তুমি থাক মৌন।
কেন ও নয়নে থেকে ঝরে বারি
কি করেছি দোষ
আমিতো কিছুই বুঝিবারে নারি
কি কারণে রোষ।
যদি কিছু ক'রে থাকি খুলে বল
করিব না আর
কেন ও নয়ন তব ছল ছল
বহে অশ্রুধার।
এস এস কাছে এস বল খুলে
হয়েছে কি তব ?

এই লহ ফুলডালা ভরা আছে ফুলে
এই লহ পুষ্পরাশি পর তুমি চুলে
তুলিয়াছি নব।

ফাঁকি।

মালকোষ—ঢিমেতেতালা।

সব ফাঁকি!—কি ভয়ানক কথা!
(তবে) মিছে এ সুখ দুঃখ ব্যথা।
কি ঘোর ভয় আসে ভাবিলে
একি কখনো হয়
ফাঁকি এ সমুদয়;
সব ফাঁকি, এ কথা শুনিলে
ভয়ে রোমঞ্চিত হয় দেহ
সব ফাঁকি যদি, তখন কাহারো নয় কেহ।
এ সকলি মায়া
পিতামাতা জায়া
ভ্রাতা ভগ্নী পুত্রে
আর গো কি সূত্রে
রবে ভালবাসা
ছিন্ন সব আশা!
একি কখনো হয়
ফাঁকি এ সমুদয়?

যাও।

হাম্বীর—কাওয়ালি।

ওগো কারে
তুমি
প্রেম ভারে
এসেছো জানাতে তব ব্যথা!

যাও যাও
তুমি
ফিরে যাও
মিছে হেথায় প্রেমের কথা।
শিলা দিয়া
গড়া
হেথা হিয়া
মরুময় মরণ বারতা।
মিছে হেথায় প্রেমের কথা।

মা।

সুহা--মধ্যমান।

মা তুমি থাক মাঝে
মা স্বর সদা বাজে
প্রাণের মাঝারে
(সব) সুরের মাঝারে।
পাইয়া তোমার স্নেহ
পুষ্ট এই মন দেহ
থাকি মা তোমার কাজে।
তোমারে স্মরণ করি
পাপতাপ পরিহরি
অন্তরে পুণ্য বিরাজে।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একটুতে এত।

(গল্প)

১

নিশীথে বংশীদাস গঙ্গাতীরে একেলা বসিয়া আছে, নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিয়া কতকি ভাবিতেছে, এমন সময়ে দেখে দুইটি লোক কি গোলমাল করিতে করিতে, তাহার দিকে ক্রমিকই অগ্রসর হইতেছে। নির্জ্জনতা সহসা ভঙ্গ হইল। বংশীদাস বেগতিক দেখিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল; কিন্তু একেবারে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল না, ব্যাপার খানা কি জানিবার বড় ইচ্ছা হইল, একটা গাছের ঝোপের আড়ালে গিয়া লুকাইয়া রহিল।—দেখিতে দেখিতে দুইজন পথিক হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার পূর্ব্বাধিকৃত স্থানে আসিয়া বসিয়া পড়িল। খানিকক্ষণ নীরব;— কাহারো মুখে কথামাত্র নাই, কেবল অবিশ্রাম নিশ্বাসপ্রশ্বাসের কথোপকথন। ক্রমে পথিকদ্বয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইল।

একজন কহিল "ভাই কি উপায়, এখন কি করা যায় বল দেখি?" দ্বিতীয় ব্যক্তি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিল। প্রথম ব্যক্তি কহিল "একটা ইহার উপায় না করিলে চলিবে না, যতশীঘ্র হউক ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।" দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার উত্তরে কি কহিল ভাল বুঝিতে পারা গেল না, শূন্যে মিশাইয়া গেল। প্রথম ব্যক্তি কহিল 'কি বল ভাই ইহার উপায় কি? উপায় একটা না করিলে চলিবে না।' এই-বার দ্বিতীয় ব্যক্তি দুঃখ ও ঈষৎ ক্রোধবিমিশ্রিতস্বরে বলিল 'উপায়! এতবার গেল, কি উপায় করিলে? কিছু উপায় করিতে পারিয়াছিলে? মিছামিছি ওকথা কাণের কাছে আন কেন?'

প্রথম ব্যক্তি ঈষৎ উগ্রভাবে বলিল "কি উপায় করিতে পারি নাই!"

দ্বিতীয়ব্যক্তি কহিল "ওরূপ গায়ের জোরে কোনও কাজই সিদ্ধ হয় না। কায সিদ্ধ করিতে চাও তো শান্ত হও, সময়কে প্রতীক্ষা করিয়া থাক ওরূপ অধীর হইলে কোনও কার্য্যই হয় না। তোমার হাঁপায় পড়িয়া

আমি শুদ্ধ মারা যাইবার উপক্রম হইয়া ছিলাম। তুমি শত্রুকে মিত্র ঠাওরাও মিত্রকে শত্রু ঠাওরাও। তুমি কোন্নগরের বংশীদাসকে সেদিন মিছামিছি আমাদের পরমশত্রু জ্ঞান করিয়া কি রকম অপমান করিলে? সে আর তোমাদের মুখো হ'তে চায় না। আমার বিশ্বাস সে ভাল লোক, সে কারো তোসামুদে নয়। তাঁহার ধর্ম্মভয় আছে, তুমি তাকে সেদিন মিছামিছি অপমান করলে।" প্রথম ব্যক্তি কহিল "শিবু তুমি ঠিক বলেছো। বাস্তবিক আমি এখন আক্ষেপ করছি। তাকে ওরকম ক'রে ব'লে এখন আমার মনে বড়ই কষ্ট হ'চ্ছে এবার যদি তার সঙ্গে দেখা পাই তো তার কাছে মাপ চাই।"

—দেখিতে দেখিতে পশ্চিমের আকাশ অন্ধকার, মেঘ করিয়াছে, শীতল সমীর বহিতে লাগিল, তাহাদের কথা সাঙ্গ হইল। তাহারা উঠিয়া দুজনে পুনরায় কোথায় চলিয়া গেল। বংশীদাস তখন আস্তে আস্তে ঝোঁপ হইতে বহির্গত হইয়া বলিতে লাগিল।—

"এই রাত্রিতে জয়রাম আর শিবরাম বাহির হইয়াছিল কেন? কিছু তো বুঝতে পারলেম না। হাঁপাতে হাঁপাতে দুজনে এসে পড়্লো, ব'সে পড়লো। কারণ তো কিছুই বুঝতে পারলেম না।—যাইহোক্ আজ একটা কাজ হলো, আমাকে জয়রাম যে রকম ব্যবহার ক'রেছিলো তাতে আমার জয়রামের উপর ভারি রাগ হয়েছিল, ভেবেছিলেম জয়রামের আর জন্মে মুখদর্শন করবো না। যাক আজ দৈববশতঃ ওদের কথা শুনে জয়রামের উপর রাগটা গেল আর শিবরামের উপর ভালবাসাটা বাড়লো।—বাস্তবিক শিবরাম বড় ভাল লোক। বংশীদাস এই বলিয়া প্রস্থান করিল।

২

এখনো প্রত্যুষকাল চলিয়া যায় নাই, পাখীগুলো গাছে বসিয়া এখনো কিচিরমিচির করিয়া মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছে, এইবার উড়িবে উড়িবে করিতেছে, এই সময়ে লুণ্ঠিতদ্রব্য লইয়া চারিজন লোক মাঠ পার হইয়া পলাইতেছে, ভাঙাচোরা স্তূপের কখনো বা উপর দিয়া কখনো বা নীচে দিয়া দ্রুতবেগে পলাইতেছে। দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা দস্যু, কাহারো কিছু অপহরন করিয়া পলায়ন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে পূবের তালবন পার হইয়া গেল—ঝিলখাল পার হইয়া গেল।

চারিঘণ্টা পরে একটী পথিক দেখি তাহাদের পথের অনুসরণ করিতেছে, কিন্তু বংশীদাসকে দেখিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, কেন দাঁড়াইল কিছু বুঝিতে পারিলাম না। বংশীর নিকট দিয়া সে যাইলে বংশী তার মুখটী খুব ভাল করিয়া দেখিয়াছিল, একবার তার মনে হোলো তাকে যেন কোথায় দেখেছে, তাহার মুখে কেমন একটী মোহিনীশক্তি ছিল। তাহার মুখে কি এক কোমল মাধুরী আছে, ক্ষণকালের জন্য বংশীও তাহার দিকে যেমন সতৃষ্ণ নয়নে দেখিল সেও সেইরূপ তাহাকে দেখিল, বংশী তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। একবার ভাবিল সেও যেদিকে যাইতেছে বংশীও সেদিকে যাইবে আবার ভাবিল, কোথায় যাইবে। বংশীদাস একবার ভাবিতেছে যাইবে আবার ভাবিতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে সে যেন চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিল! কেন করিল তাহার কি কারণ সে নিজেই বুঝিতে পারিল না, কি এক আকর্ষণের বলে সেই সুন্দর পুরুষটীর অনুগামী হইল।

৩

দুই প্রহর বেলা অতীত প্রায়। দূর নগর হইতে সুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে—সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে চারিপাশ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। দূরে—উচ্চ নিম্ন ভূমিসকল হইতে জলের স্রোতের ন্যায় তপ্ত বাষ্পের স্রোতে অনবরতঃ ঝক ঝক করিয়া বহিয়া যাইতেছে। দুএকটী দাঁড়কাক মাঠের মাঝখান দিয়া উদাস অনন্তস্পর্শীরবে দ্রুত গ্রামের অভিমুখে চলিয়াছে। পশু পাখী সব নীরব। প্রকাণ্ডমাঠ দুই প্রহরের উত্তাপ—কে বাহির হইবে? লোকজনের চিহ্নমাত্র নাই। এই দুইপ্রহরের ভীষণ রৌদ্রের সময় বিজন মাঠের মাঝে উহারা কে? চারিজন লোক দেখিতেছি। তালবনে বেষ্টিত ক্ষুদ্র ঝিলের তীরে বসিয়া জল খাইতেছে; এক একবার কি মনে করিয়া যেন ভয়চকিত নেত্রে চারিধারে চাহিয়া দেখিতেছে,—এমন সুন্দর গঠন সচরাচর দেখা যায় না, উহাদের মুখশ্রী মধুর।

একজন কহিতেছে "কমলা চল্ চল্ আর জল খায় না, কাপড় চোপড় ঠিকঠাক কর।"

কমলা কহিল "লীলা দেখিস্ সাবধান, মেয়ে বলে আমাদের যেন

কেউ টের পায় না। আমরা যে পুরুষবেশে চলে এসেছি তাতে অনেক সুবিধা হয়েছে, সেই বেশ এখনও কিছুদিন রাখতে হবে। নৈলে——

—সহসা তাহাদের কর্ণে একটী ভীষণ প্রতিধ্বনি অনতিদূরস্থ অরণ্য হইতে আসিয়া পৌঁছিল। সকলেই ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল কিন্তু কমলার মুখ সহসা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। লীলা কহিল "কমলা তোর মুখ হঠাৎ অমন বিবর্ণ হয়ে গেল কেন? কমলা কহিল "দিদি শিগ্‌গির পালিয়ে চল আর দেরী না, ও ভীমরায়ের গলা বলে মনে হচ্চে! ভীমরায় বোধ হয় লোক জন নিয়ে আমাদের ধরবার জন্য ছুটেছে। ভীমরায়ের ভারি ইচ্ছে আমাকে বিয়ে করে। লীলা আমি মরে গেলেও তাকে বিয়ে করবো না। পুনরায় বন প্রতিধ্বনিত করিয়া দূর হইতে শব্দ আসিল; তাহারা আর ভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে পারিল না, সভয়ে সত্বর তথা হইতে পলায়ন করিল। বলিয়া গেল জয়রাম সঙ্গে থাকিলে বড়ই ভাল হইত।

৪

পাঠককে জয়রামের একটু পরিচয় দিই। জয়রাম জয়রাম নামেই বিখ্যাত। জয়রাম ফরাসডাঙ্গার লোক। ফরাসডাঙ্গায় তাহার বাপের কাপড়ের ব্যবসা ছিল। কাপড়ের ব্যবসায়ে তিনি বেশ লাভবান ছিলেন। জয়রামের জন্মের দিন সহসা বিশেষরূপে ব্যবসায় লাভ হওয়ায় তাঁহার পিতার বড়ই আদরের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিল। এত আদর পাইত যে তাহার সেই আদরে তাহার মাথা খাইবার যো হইয়াছিল, সে আর কাহাকেও ভয় করিত না। জয়রাম লক্ষ্মীপূজার দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তাহার মা তাহার আরেকটী নাম লক্ষ্মীপ্রসাদ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পিতা তাঁহাকে বরাবর জয়রাম বলিয়া ডাকিতেন।

জয়রামের পিতা পূর্ব্বে কিছুদিন পশ্চিমাঞ্চলে কর্ম্মোপলক্ষে কাটাইয়াছিলেন। সেখান হইতেই তিনি একজন বড় রামভক্ত হইয়া ওঠেন। রাম কথা তাঁহার প্রাণে বড়ই আরাম প্রদান করিত। তাই তিনি তাহার পুত্রকে জয়রাম নাম প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়রাম তাঁহার মায়ের কাছে লক্ষ্মীপ্রসাদরূপেই বিরাজ করিতেন। তাঁহার মাতা বড় ঘরের মেয়ে ছিলেন। তিনি যতদিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ততদিন সংসারের বিপদ

আপদের কথা স্মরণ করাইয়া জয়রামকে কত গল্পই না করিতেন। তাঁহার পিতাও একজন খুব উদ্যোগীপুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্নী প্রভাময়ীকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিতেন। প্রভাময়ী একটী ছোট ফলের বাগান বিবাহের সময় তাঁহার পিতার কাছ থেকে যৌতুক পাইয়াছিলেন, প্রভাময়ীর কোন আত্মীয় তাঁহার নিকট হইতে ছলে কৌশলে সেই বাগানটী দখল করিয়া লইবার মনস্থ করে। সেই আত্মীয় সেই জমীটী লইয়া প্রভাময়ীর নামে মকদ্দমাও উপস্থিত করিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। প্রভাময়ীকে আদালতে পাছে উপস্থিত হইতে হয়, এই ভয়ে সেই বাগানটী তাঁহার পতি রামপ্রাণের নামে লিখিয়া দিলেন। রামপ্রাণ উদ্যোগী হইয়া সেইটী বেদখলীকারের হাত হইতে রক্ষা করিলেন।

রামপ্রাণ তাঁহার গ্রামের জমীদার নায়েব ছিলেন। তিনি নায়েবীও করিতেন এবং এই সঙ্গে তাঁহার কাপড়ের ব্যবসাও চালাইতেন। সহসা তাঁহার উপর জমীদারের কেমন আক্রোশ হইল। তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। রামপ্রাণের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। রামপ্রাণ তাঁহার সকল বন্ধুদিগের কাছে যাইয়া বলিলেন 'ভাই পশুপতিবাবু কেন যে আমাকে পদচ্যুত করিলেন তা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি জমীদারীর আয় কত বাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু সহসা এ প্রকার আমাকে যে কেন কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করিলেন তা বুঝিতে পারিলাম না।" সকলেই তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি করিয়া বলিল "দেখিব পশুপতিবাবু কেমন করিয়া আর ভাল লোক পান। রামপ্রাণকে তাঁহার বন্ধুগণ আশ্বাস প্রদান করতঃ বলিল "ভাই কোনও ভয় নাই অন্যায়ের পরাজয় হইবেই। ধর্ম্ম সাক্ষী আছেন, ঈশ্বর সাক্ষী আছেন।" রামপ্রাণের এইরূপ অকস্মাৎ অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়াতে তাহার সংসারে বড়ই কষ্ট হইল। এই সময়ে ব্যবসাতেও তাঁহার কিছু লোকসান পড়িল। কষ্টের উপর কষ্ট তাই বাড়িল। সেই কষ্টে তাঁহার পুত্র জয়রামের জমীদার শ্রেণীর উপর বড় রাগ হইল. বিশেষতঃ এই পশুপতি বাবুর মত জমীদারকে সায়েস্তা করিবার জন্য সে বদ্ধ পরিকর হইল। জয়রাম কহিল "আমি দস্যুপতি হইয়া পশুপতির সর্ব্বনাশ করিব দেখিব পশুপতি বাবু কিরূপ।

বাস্তবিকই পশুপতিবাবু বড়ই খারাপ লোক ছিলেন। কুক্রিয়াসক্ত ও

মদ্যপায়ী ছিলেন। বড়ই কুটিল ছিলেন। বিনাদোষে প্রজার সর্ব্বনাশ করা তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য ছিল। তাঁহাকে বাহির হইতে ভাল চেনা যাইত না। যে বাস্তবিক ধর্ম্ম ও ন্যায়পরায়ণ তাহাকে তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। যে কুক্রিয়াশক্ত হইত তাহাকে তিনি বড ভাল বাসিতেন। এইরূপ আমলাদের মধ্যে গুজবা উঠিয়াছিল যে পুণ্যপ্রাণ রামপ্রাণের সুস্বভাব পশুপতিবাবু সহ্য করিতে পারিতেন না। রামপ্রাণের সুপ্রকৃতির জন্যই পশুপতিবাবু তাঁহাকে বিনাদোষে কর্ম্মচ্যুত করিলেন।

ক্রমশঃ—

রঙ্গিন গান।

রাগিণী দেশ—তাল মধ্যমান।

কেগো ফিরে ধীর সমীরে
বঙ্কবিলোচনে চাহে ফিরে ফিরে
সদাই শুনিতে পাই
বড়াই ক'রে বেড়ায়
সে কি শিখিপুচ্ছ শিরে ॥

কথা—কালিমিরজা।

তালি। ১ । ২ । ৩ । ০ (স্থা, স্ত) ॥
মাত্রা। ৪ । ৪ । ৪ । ৪ ॥

স্থা—:মা রে মা২ । পা২ পা২ । পধা২ পা ধা ।
স্থা—:কে — গো । ফি রে । ধী র স ।

পা মা গা রেঃ সাঃ । মা২ মা২ । পা২ পা২ । পুধা
মী — রে — — । কে গো । ফি রে । ধী

পা ধা। পা মা গা২। রে গা "রেই গাই গা" মা
র স। মী — রে। ব — ব — — স্থ

সা। সা২ সা সা। রে গা মা পা। মা গা রগা
বি। লো ক নে। চা — হে —। ফি রে কি

সা। (স্থা-পু):—মমা২ মা২। পা২ পা২। পধা২ পা
রে। (স্থা-পু):—কে গো। ফি রে। ধী র

ধা। পা মা গা২। (স্তু):—মা পা পা পা। নি
স। মী — রে। (স্তু):—স দা -ই ও। নি

২........ ২..................
নি নি নি। সা সাই নিই রে সা। সা নি
তে পা -ই। ব ড়া — — ক। রে রে

২................ ২................ ৮.......... ২............
স২। সাই নিই সা রে রে। রে২ সা২। সা রে সা
ডায়। সে — কি শি খী। পু চ্ছ। শি — রে

নিঁ। ধা পা মাই গাই রেই সাই। (স্থা-পু) মা২ মা২
—। — — — — — —। (স্থা-পু) কে গো

পা২ পা২। ধা: ॥ ॥
ফি রে। ধী ॥ ॥

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রীতি ও স্বার্থপরতা।

একদিকে স্বার্থপরতা আর একদিকে প্রীতি। স্বার্থপরতা ও প্রীতি দুই বিপরীত কেন্দ্র। কিন্তু এমন মন্দলোক নাই বা দুর্লভ যে কাহাকেও ভালবাসে না, এমনও উদার লোক নাই যে আপনার কিছুই চায় না। কেবল ঈশ্বরই এক যিনি কেবলই প্রীতি দেন আপনার কিছুই চান না। এই জন্য নানকের কথায় আছে যে "ঈশ্বর দেদা রহে ন চুগে ভোগ" তিনি দিতেই আছেন নিজে কোন ভোগ গ্রহণ করেন না। মানুষের যখন অভাব আছে তখন তাহার কাজে কাজেই আপনাকে দেখিতে হবে, আপনার অভাব মোচন করিতে হবে, এই জন্য আমাদের স্বার্থপরতা ও প্রীতি দুই স্বভাবতঃ আছে। স্বার্থপরতা ভোগের জন্য, প্রীতি অন্যের উপকারের জন্য; মানুষের এ দুই চাই।

সংবিভক্তাচ দাতাচ ভোগবান সুখবান নরঃ।

মানুষ আপনারাও ভোগবান সুখবান হবে আবার সম্বিভক্তা দাতাও হবে। সংবিভক্তা কি না পরের সঙ্গে বিভাগ ক'রে খাবে। এই ধর্ম্মবাক্যে স্বার্থপরতা ও প্রীতি কেমন সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের এ উপদেশ নয় যে সংসার ত্যাগ করিয়া কঠোরতা গ্রহণ করিয়া আপনার শরীরকে মনকে দুঃখ দিবে; ঈশ্বর যে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন সেই নিয়মে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সহজে থাকিবে। আপনাকে বৃথা দুঃখ দিবে না, কিন্তু যদি ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয় তাহা দিবে; ঈশ্বর এমন প্রার্থ করেন যাহাতে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে হয়; কিন্তু লোকে প্রশংসা ক লোকে দেখুক যে আমি ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতেছি এ প্রকার যেন ন হয়; কিন্তু যখন আবশ্যক হইল দিলাম। কিন্তু বৃথা আপনার শরীরকে ক্লেশ দিবে না; য়ুরোপে এখনো এমন অনেক লোক আছে যাহারা এই প্রকার বৃথা আপনাকে ক্লেশ দেয়। স্পেনে একজন নান (nun) ছিল সে আপনার গা ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া সমস্ত গায়ে ঘা করিয়া তাহা আর শুকাইতে দিত না; শুকাইতে না শুকাইতে আবার ঘা করিত; স্পেনের রাণী মনে করিতেন সে বড় ঈশ্বর পরায়ণ, এই জন্য তাহার অঙ্গরক্ষা পর্য্যন্ত লইয়া পরিতেন। স্পেনে যে সময়ে বিদ্রোহ হইতেছিল রাণী বিদ্রোহ শান্তি

করিবার জন্য সেই পূয়লিপ্ত অঙ্গরক্ষা ভিতরে পরিয়া উপরে অন্য কাপড় পরিতেন। নান্ রাণীর উপর প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য মিথ্যামিথ্যি ঐ প্রকার করিত, উহাতে নানের পাপই হইত। অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য ক্লেশ লওয়া ভারি স্বার্থপরতা। যথার্থ ঈশ্বরের জন্য যে ক্লেশ লইবে, ত্যাগ স্বীকার করিবে সেই ঠিক। শরীরে কড়া ফুটাইয়া চড়কে ঘোরা ইংরাজেরা বারণ করিয়া দিয়াছে যে হেতু তাহাতে দোষই হয়। কিন্তু বন্ধুর ব্যারাম হইয়াছে, ওলাউঠা হইয়াছে তাহার জন্য রাত্রি জাগরণ করিয়া যে ক্লেশ হইল তাহা বিহিত ক্লেশ। যদি কোন অসৎকার্য্য সিদ্ধির জন্য সারারাত একপায়ে দাঁড়াইয়া থাক সে ক্লেশ বৃথা হইল। তাহাতে কোন ধর্ম্ম হইল না পাপই হইল। ঈশ্বর যেমন নিয়ম করিয়া দিয়াছেন সেই নিয়মে আহ্লাদে আমোদে যাহাতে সকলের সঙ্গে থাকিতে পার সেই বেশ। মানুষের ভাবটী ইহাতে বেশ ব্যক্ত হইয়াছে—"সংবিভক্তাচ দাতাচ ভোগবান সুখবান নরঃ।" যে এ প্রকার না করে সে এক রকম সন্ন্যাসীর মত। "সংবিভক্তাচ দাতাচ ভোগবান সুখবান নরঃ।" খুব উচ্চ ভাব। খুব স্বার্থপরতা ভাবের একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—আমাদের হিন্দুদের মধ্যে বেদের সময় এই একটী সংস্কার ছিল যে পুত্রের দ্বারা একটী মহৎ কল্যাণ হয়, পুত্রই নরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করে। এক ব্রাহ্মণের পুত্র হয় নাই; সে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র দেবতার কাছে বলিল যে ...মার যদি ছেলে হয় ত তোমার যজ্ঞে বলিদান দিব। আমার একবার ...ন হোক আমি নরক হইতে উদ্ধার হই তাহার পরে তোমাকেই দিব। এই কামনা করিয়া সে যজ্ঞ করিল, তার পরে দেবতার বরে তাহার ছেলে হইল। পুত্র হইলে দেবতা এলেন—"এখন তবে বলিদান দাও।" ব্রাহ্মণ বলিল "এখন ত নয় আগে দাঁত উঠুক পরে বলিদান দিব।" তারপরে দাঁত উঠিল; দেবতা এলেন—"বলিদান দাও"। সে বলিল "আগে দাঁত পড়ে নূতন দাঁত উঠুক তারপরে বলিদান দিব।" নূতন দাঁত উঠিলে দেবতা আবার এলেন—সে বলিল "উপনয়ন হোক বয়স হোক তারপরে দেব।" উপনয়ন হয়ে গেল, ছেলের বয়স চোদ্দ পনের বৎসর হইল, এক্ষণে সে পরম্পরায় শুনিল যে এক সময়ে তাহাকে বলি যেতেই হবে। দেবতারা

বিজ্ঞাপন।

আমাদিগের 'পুণ্য যন্ত্রে' বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাও প্রায় প্রস্তুত হইয়া গেছে। হপ্তা দুইয়ের ভিতরেই প্রকাশ করিবার আশা আছে। এখন হইতে আর বিলম্ব হইবে না। বাকী উপহার দুইখানি শেষ সংখ্যার সঙ্গেই গ্রাহকগণের নিকট পাঠাইয়া দিব।

ছাড়িবেন না—পিতা কেবল বিলম্ব করিয়া রাখিতেছেন এই ভাবিয়া সে পলাইয়া গেল। দেবতার ক্রোধ হইল, পিতার খুব অসুখ করিয়া দিলেন। তখন পুত্র মনে ভাবিল যে আমার জন্য পিতার ক্লেশ হইতেছে, ইহা ভাল নয়, অতএব সে ভাবিল যে "আমার বদলে যদি আর একজন বামুনের ছেলেকে বলি দিই তাহলে পিতারও ব্যামো ভাল হবে আমারও প্রাণ বাঁচে।" এই বলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে একজন বামুনের বাড়ী আসিয়া তাহার বড় ছেলেকে চাহিল। বাপ জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া বড় ছেলেকে ছেড়ে দিতে চাহিল না। ছোট ছেলেকে মায়ে ছাড়িয়া দিল না। অবশেষে সে মেজছেলেকে যজ্ঞে বলি দিবার জন্য একশ টাকা দিয়া ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কিনিয়া লইয়া গেল। বাড়ীতে পিতা খুসী হইল। যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণেরা, যূপ বাঁধিতে হয় শূদ্রদের। বেদের নিয়ম যে ব্রাহ্মণেরা কেবল মন্ত্রপাঠ করিবে, পশু বাঁধিবে শূদ্রেরা। শূদ্রেরা বলিল যে "এ পশু নয় যে বেঁধে দেব একে মানুষ তাতে আবার ব্রাহ্মণ।" সেই ছেলেকে যে বাপ বিক্রী করিয়াছে সে কিন্তু পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়াছে। সেই বাপ যখন দেখিল যে আর কেহ তাহাকে বাঁধিতে চাহিল না তখন সে বলিল "আমাকে আর একশ টাকা দাও আমি বেঁধে দিই' এই বলিয়া একশত টাকা লইয়া তাহার ছেলেকে বাঁধিয়া দিল। তারপর যখন শূদ্রদের মধ্যে কেহ তাহাকে কাটিতে চাহিল না তখন আবার সেই বাপ বলিল "আর একশ টাকা দাও আমি কেটে দিই" এই বলিয়া ছুরি শাণাইতে বসিয়া গেল। পুত্র এতক্ষণ মনে করিয়াছিল বুঝি কেবল উৎসর্গের মন্ত্রাদি পড়িয়াই তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, যেমন এখন শ্রাদ্ধের সময়ে গরুকে মন্ত্র পড়িয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যখন সে দেখিল যে তাহাকে সত্যসত্যই বলি দিবে তখন সে দেবতার স্তব করিতে লাগিল, কাঁদিতে লাগিল, আবার সন্তানের স্বভাব সুলভ ইহাও বলিতে লাগিল "দৃশেয়ং মাতরং পিতরঞ্চ" একবার মা বাপকে দেখব। দেবতাদের তাহার উপর দয়া হল। তাহার এক এক স্তব পাঠের সঙ্গে এক এক বন্ধনের গাঁট খুলিয়া দিয়া তাহাকে যূপ হইতে মুক্ত করিয়া দিল। বিশ্বামিত্র ঋষি দয়া করিয়া তাহাকে আপনার পুত্রত্বে বরণ করিল। তাহার বাপ দেখ কেমন স্বার্থপর। তিনশত টাকার জন্য

আপনার ছেলেকে কাটিতে উদ্যত। শূদ্রেরা যাহা করিতে স্বীকার হইল না বামুন হইয়া তাহা অনায়াসে করিল—পুত্রকে মারিতে গেল! সভায় যত ব্রাহ্মণ তাহাকে গর্হণা ও অভিসম্পাত করিতে লাগিল, এবং তাহাকে ব্রাহ্মণ পদচ্যুত করিল।

এবারে আরেকটা দৃষ্টান্ত দিই যে মানুষ প্রীতির জন্ত প্রাণ পর্য্যন্ত দেয়। মহম্মদ যখন ধর্ম্ম প্রচার করে তখন তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলি তাহার প্রধান শিষ্য হইল। আলি মহম্মদকে প্রাণ হইতেও ভাল বাসে। মহম্মদ ধর্ম্ম প্রচার করিতে চতুর্দ্দিক হইতে শত্রুতা ও বিপক্ষতা করিতে লাগিল। সকল লোকে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবে ঠিক করিল। তন্মধ্যে কেবল একজন লোক রাত্রি দশটার সময় লুকায়িত ভাবে আসিয়া মহম্মদকে খবর দিয়া গেল যে আর দুই ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে মারিয়া ফেলিবে! মহম্মদ বলিল "দুই ঘণ্টার মধ্যে আর কোথায় পালাব"। আলি বলিল "তোমার কাপড় চোপড় আমাকে দিয়ে তুমি পালাও, আমি তোমার কাপড় পরে তোমার বিছানায় শুয়ে থাকি, তারা আমাকে মেরে ফেলে মনে করবে মহম্মদকে মেরেছি তা হলে আর তোমার পিছনে পিছনে যাবে না, তুমি পালাবার সময় পাবে।" মহম্মদ ভাইপোকে তাহাদের হাতে ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে চাহেন না; আলি জোর করে খুড়াকে ঘোড়া প্রভৃতি সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দিল। আপনি মহম্মদের কাপড় পরিয়া তাহার বিছানায় শুইয়া রহিল—এই মনে করিয়া যে তাহারা আসিয়া তাহাকে মনে করিবে মহম্মদ, মহম্মদের পিছনে পিছনে আর যাবে না, মহম্মদ পালাবার ঢের সময় পাবে। শত্রুরা দেখিল যে একজন ছেলে মানুষের মত কে শুইয়া আছে। তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া একজন মহম্মদের পিছনে পিছনে ঘোড়া ছুটাইয়া মহম্মদকে ধরিল, কিন্তু তাহার উপর একবার কি রকম চাহিলেন যে তাঁহার চক্ষুর জ্যোতি ও উন্নত ভাব দেখিয়া সে তাঁহার শিষ্য হইয়া গেল। আবার সেই তাঁহার প্রধান সেনাপতি হইল। দেখিলাম একজন একজনের জন্ত প্রাণ দিল আর একজন আপনার ছেলেকে মারিতে উদ্যত হইল। এ দুই একশেষ। ইহারি মধ্যস্থল সচরাচর মানুষে দেখা যায়। কাহারও বা কোন অংশ কম বেশী হয়।

যে আপনাকেই জেয়দা দেখে তাহাকে স্বার্থপর বলে। যে লোকের ভাল করে আপনাকে দেখে কম, তাহাকেই উদার বলে। কিন্তু যখন সুন্দর বস্তুতে মানুষের প্রীতি যায় তখন মানুষ আপনাকে ভুলিবেই। কেন না প্রীতিটা স্বার্থপরতার ঠিক উল্টা। যখন ভাল গান শুনি তখন তার সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাই। ঈশ্বর যে সুন্দর বস্তু তিনি যদি আত্মাতে প্রতিভাত হন তবে আপনাকে ত ভুলিবই। আত্মাতে যখন তাঁহার অপ্রতিম সৌন্দর্য্য সহজে পড়ে তখন আত্মাতে যে একটী আনন্দ হয় তাহাতেই সে ভুলিয়া যায়। ঈশ্বরে প্রীতি অপেক্ষা সংসারে অধিক প্রীতি করিলে তাহাকে মোহ বলে। ঈশ্বরকে প্রীতি করিয়া তাঁহার জগৎ সংসারকে প্রীতি করা বিহিত প্রীতি। ভাইকে ভালবাসিতে হয় কিন্তু এমনি করিয়া ভালবাসিল যে উভয়ে একত্র হইয়া পিতার বিঘ্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। পিতাকে ভালবাসিতেই হইবে সেই সম্বন্ধেই ভাইকে ভালবাসা। তাহা না হইয়া চার পাঁচজন ভায়ে মিলিয়া পিতার বিঘ্ন করিতে গেল; তাহাই মোহ; যদি সকলে মিলিয়া পিতার কিসে সন্তোষ হয়, পিতার কিসে মহিমা হয় চেষ্টা করে তাহাই প্রীতি। ঈশ্বরকে যদি ভালবাসিয়া সংসারকে ভালবাসিতে যাই তাহাই প্রীতি। যদি সংসারকে এমন করিয়া ভালবাসি যাহাতে ঈশ্বরের মহিমার ত্রুটি হয় তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন হয়, ধর্ম্মের বিঘ্ন হয়, তাহা মোহ। সংসারকে যে রকম ভালবাসিতে হয়, যে রকম ভালবাসিলে ঈশ্বরের আদেশ পালন করা হয় তাহাই আমার বুঝাইবার কথা। ঈশ্বরকে প্রীতি করিবে, তাঁহার জগৎ সংসারকে প্রীতি করিবে, তাঁহা হইতে পৃথক থাকিবে না। সকল পূর্ণ প্রীতির স্থল ঈশ্বর এবং তিনি সংসারের যাহাকে যে রকম প্রীতি করিতে আদেশ করিয়াছেন তাহাকে সেই রকম প্রীতি করিতে হবে। ঈশ্বর হইতে পৃথক হইয়া এবং কুকার্য্যের মধ্যে থাকিয়া যদি সংসারে যোগ রাখি তাহাকে প্রীতিশব্দে বলা যায় না, তাহাই মোহ। তাহাতে কখনই তৃপ্তি লাভ হয় না।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

পূর্ণিমা—শ্রাবণ

এই সংখ্যার পূর্ণিমায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ "বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়। প্রবন্ধের গৌড় চন্দ্রিমায় লেখক অনেক কথা আনিয়াছেন। লেখক বোধ হয় কোন সেকেলে ধরণের লোক। তিনি বর্ত্তমান নব্যযুগের ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে দুর্ব্বল বৃদ্ধের ন্যায় আপনাকে স্থির রাখিতে পারিতেছে না। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস বা তাঁহার মতামতের খণ্ডন করিয়া দুটা কথা বলিলেই যে সর্ব্বনাশ হইল, এ কথা বলিতে পারি না। বরঞ্চ তাঁহার গ্রন্থাদি লইয়া বঙ্গসাহিত্যে যতই আন্দোলন ও আলোচনা হয় ততই সুখের বিষয়। যখন ইতিহাসের প্রাণে অক্ষয়বাবু (শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়) কথা বলিতে গিয়াছেন তখন তাঁহার দুএক কথা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমবাবুর পক্ষে ঠিক প্রশংসাসূচক নাও হইতে পারে। এই প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস হইতে তাঁহার উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িকতাই প্রধানধর্ম্ম। জগতের সাহিত্যগুরু বেদব্যাস এই কারণে মহাভারতে সকল ধর্ম্মের প্রতি সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ণিমার সমালোচনা এ সংখ্যায় না থাকিলেই ছিল ভাল। কিছুপূর্ব্বে সমালোচনার নিম্নে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নাম দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণেও তিনি করিতেছেন কিনা জানি না। এক্ষণে কাহারও নাম থাকে না। সমালোচনার নামে আবশ্যক মত পূর্ণিমা কোন প্রবন্ধটী অন্য পত্র হইতে সাপটা উদ্ধৃত করিয়া দেন। অনেক সময়ে সমস্ত পত্রের সমালোচনা 'বেশ' এই দুইটী অক্ষরে সারিয়া ফেলেন। সমালোচনার নমুনা স্বরূপ 'পূর্ণিমা' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম 'বামাবোধিনী পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ বেশ।' 'সজ্জনতোষিনী। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় বেশ।' 'হিন্দুপত্রিকা আষাঢ়। এও বেশ' ইত্যাদি। এইরূপ সমালোচনার অর্থ কি আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে ইহাতে দোষগুণের প্রকৃত সমালোচনা হয় না। এইরূপ সমালোচনায় সাহিত্যের মঙ্গলের আশা নাই। ইহা যেন প্রবীণ জেঠা মহাশয়ের 'বেশ' বলিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের পৃষ্ঠে হাত চাপড়ানর মত দেখায়।

পুণ্য।

প্রাস্কোভিয়া ঃ

অদ্য আমরা পাঠকবর্গ সমীপে এক অষ্টাদশবর্ষীয়া রুষবালার জীবন চরিত বর্ণনা করিব। আমাদিগের প্রবন্ধ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে বোধ হয় কেহ কেহ রুষরাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত জানিতে ইচ্ছা করিবেন। সুতরাং বর্ণনীয় বিষয়ের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে এস্থলে রুষরাজ্য সম্বন্ধে দুএকটী কথা বলিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

রুষীয়া দেশের শাসনকার্য্য রাজতন্ত্র প্রণালীতে সম্পাদিত হয়। রুষ-রাজ্য মধ্যে সম্রাটের অপরিসীম একাধিপত্য। কি সমরনীতি কি ব্যবস্থা-পদ্ধতি, কি বিচারতত্ত্ব, সকল বিষয়েই রাজ্যমধ্যে তিনি সর্ব্বময়কর্ত্তা; তিনি রাজ্যমধ্যে নিষ্ঠাবান প্রজাবর্গের সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত। একাধারে তাঁহাতে যাবতীয় রাজশক্তি ও প্রভুত্ব বিরাজিত রহিয়াছে। শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সাম্রাজ্যমধ্যে এক কার্য্য-সম্পাদন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে। সম্রাট স্বয়ং ঐ সমিতির সভ্য ও সভাপতি মনোনীত ও নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ব্যবস্থা প্রণয়ন, বিচার ও শাসন এই ত্রিবিধ কার্য্য সম্পাদনের ক্ষমতা সমিতির হস্তে অর্পিত আছে। এতদ্ভিন্ন শাসনকার্য্যের জন্য মন্ত্রীসভা ও বিচার কার্য্যের জন্য সেনেটসভা আছে। সমগ্র রুষরাজ্য পঞ্চাশটী বিভাগে বিভক্ত করিয়া সম্রাট এক একভাগে এক একটী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে রুষগণ রাজত্বের সকল বিভাগের উৎকর্ষতা সাধনের নিমিত্ত যত্নবান হইয়াছেন।

রুষীয়াদেশের বিধানশাস্ত্রের ব্যবস্থা সকল অতীব কঠিন। যাহারা বিদ্রোহ ভিন্ন অন্যবিধ কোন উৎকট অপরাধ করে তাহাদিগকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ হইয়া কোন আকরের মধ্যে যাবজ্জীবন অতি নিকৃষ্ট ও কষ্টদায়ক

আকর খনন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। কিন্তু বিদ্রোহাপরাধ প্রমাণসিদ্ধ হইলে অপরাধীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা অথবা তদপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক নির্ব্বাসন দণ্ডবিধান হইয়া থাকে। নির্ব্বাসন দণ্ড যে কি ভয়ঙ্কর তাহা আমরা এই সূর্য্যকিরণতাপিত ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষে বসিয়া অনুভব করিতে পারি না। রুষরাজ্যের মধ্যে সাইবিরিয়া এক অতীব হিমপ্রধান দেশ। তথায় বৎসরের মধ্যে নয়মাসকাল অনবরত মেরুদেশের ন্যায় তীব্র শীত থাকে। উপর্য্যুপরি বহু দিবস ব্যাপিয়া আকাশ প্রদেশে দিনমানেও সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং দিবারাত্র সমভাবে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে। নির্ব্বাসনদণ্ড বিধান হইলে অপরাধীদিগকে সাইবিরিয়ায় প্রেরণ করা হইয়া থাকে। অপরাধীগণ ইচ্ছা করিলে তথায় সপরিবারে গমন করিতে পারে। অবস্থাভেদে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত ব্যক্তিগণ কেহবা কারারুদ্ধ হইয়া থাকে, কেহবা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাসন স্থানের সীমান্ত মধ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করিতে পারে। তথায় বিদ্রোহাপরাধীগণ রাজব্যয়ে আহারাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহাতে সঙ্কুলান না হইলে, পরিবারবর্গের উদরান্ন সংগ্রহের নিমিত্ত সেই তপন-তাপবিহীন সুদূরস্থিত হিমময় প্রদেশে মৃগয়াজিবী হইয়া বনজন্তু শীকার করিয়া অথবা অন্যবিধ কায়িক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। সুতরাং শারিরীক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা যাহাদিগের অভ্যাস নাই অথবা যাহারা ফাঁদ পাতিয়া বনজন্তু শীকার করিতে জানে না, তাহারা সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইলে দুরন্ত শীতে ও ক্ষুৎ পিপাসায় নশ্বর কালগ্রাসে পতিত হয়। কথিত আছে একজন নির্ব্বাসিত ব্যক্তি সুদীর্ঘ শীতকাল শয্যায় শয়ন করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পূতিগন্ধপূর্ণ পুরাতন তৈল পান করিয়া জীবনধারণ করিয়াছিল। সে ব্যক্তি তথায় এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আহার সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে নাই। * কিন্তু ইদানীন্তন নির্ব্বাসন

---

* তৎকালে নির্ব্বাসিতদিগের ন্যায় হতভাগা আর দেখিতে পাওয়া যাইত না। তাহারা জন্মভূমি এবং আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি বিরহিত ও দূরদেশে আবদ্ধ হইয়া মানবজীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে গভীরতম দারিদ্র্য গহ্বরে পতিত হইত।

যন্ত্রণার অধিক পরিমাণে লাঘব হইয়াছে। রাজপুরুষগণ নির্ব্বাসিত ব্যক্তি-গণকে অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নানাপ্রকার যন্ত্রণাদায়ক বিধিব্যবস্থার অধীন করিয়া রাখেন বটে কিন্তু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাসিত হইলে নীচকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন না করিয়া আপন আপন জমীদারীর উপস্বত্ব হইতে অর্থ লইয়া সপরিবারে নির্ব্বাসন স্থানে এক প্রকার সুখে সচ্ছন্দে কালাতি-পাত করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং অধুনা যে সকল রুষ এবং পোল্যাণ্ডবাসীদিগের উপর সম্রাটের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে তাহারা এক্ষণে নির্ব্বাসিত হইয়া, সাইবিরিয়ার প্রধান নগর তোবলস্কে সমাজবদ্ধ হইয়া অপেক্ষাকৃত সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট তৃতীয় পিটার রাজসিংহাসনে অধিরোহন করিবার অনতিবিলম্বেই নানাপ্রকার বিধান প্রণয়ন পূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বতন সম্রাটগণের অত্যাচারের অনেক উপশম করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত পানাসক্ত ও চরিত্রভ্রষ্ট ছিলেন তাঁহার পত্নী ক্যাথারাইন কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ওরলফ নামক একব্যক্তি চক্রান্তকারীগণের কুপরামর্শে সম্রাটকে হত্যা করিল। তাঁহার হত্যাকালের অব্যবহিত পরেই সম্রাটপত্নী স্বয়ং রুষরাজ্যের অধি-শ্বরী, হইয়া চক্রান্তকারী সম্ভ্রান্তগণের সাহায্যে শাসনকার্য্য চালাইতে লাগি-লেন, এবং অবিলম্বে আপন নাবালক পুত্র প্রথম পলকে রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী এক নিভৃত স্থানে বাস করিতে আদেশ দিলেন। তিনি আপন পুত্রের উপর বিশ্বাস করিয়া রাজ্যভার অর্পণ করিতে পারিলেন না। ইহাতে উত্তরকালে পুত্রের চরিত্রে বিষময় ফল উৎপাদন করিল। পুত্র অবিলম্বে উন্মাদগ্রস্ত ও অনবস্থিত চিত্ত হইয়া পড়িল। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ক্যাথারাইনের মৃত্যু হইলে প্রথম পল রুষিয়ার অধীশ্বর হইলেন। তখন তিনি রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তিনি শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াই পিতার প্রণীত বিধানাবলী বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন এবং এই বিধান করিলেন যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে আমার সমক্ষে উপস্থিত হইবার কালে আমার প্রভুত্বজ্ঞাপক শিষ্টা-চার দেখাইতে হইবে। রুষরাজ্য মধ্যে ঘোর বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলতা উপ-

স্থিত হইল। সম্রাটের সহিত প্রজাবর্গের অনবরত ঘোর বিবাদ বিসম্বাদ চলিতে লাগিল। সম্রাট ভাবিলেন প্রজাগণ সর্ব্বদাই নিতান্ত অসঙ্গত প্রার্থনা করিতেছে এবং সাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রজাগণ ভাবিল সম্রাট অমানুষিক প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ন্যায় সঙ্গত অধীকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। সুতরাং বহুসংখ্যক প্রজা-বর্গ সম্রাটের ভীষণ অত্যাচার নিবারণ ও আপনাদিগের হীনাবস্থা দূরী-করণমানসে দলবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে সংগোপনে সভাসমিতি করিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল। সম্রাট অবগত হইয়া গুপ্তমন্ত্রণাকারীদিগকে রাজ-বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এদিকে সম্রাটের সহস্র সহস্র পুলিশ কর্ম্মচারী বিদ্রোহীদিগকে ধরিবার নিমিত্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অহোরাত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সম্রাট প্রথম পলের শাসনকালে কাপ্তেন লুপুলফ নামক জনৈক সেনা-পতি বিদ্রোহাপরাধে রাজপুরুষকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। বিদ্রোহাভিযোগে বিচারালয়ে আনীত হইলে কাপ্তেন লুপুলফ অশেষ প্রকারে আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু বিচারকর্ত্তার অন্তঃকরণ হইতে সন্দেহ দূর হইল না, সুতরাং কাপ্তেন লুপুলফ চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হই-লেন। তিনি নির্ব্বাসন স্থানের সীমান্ত মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অনুমতি পাইলেন। সাইবিরিয়ার অন্তঃপাতী ইশিমগ্রামে তাঁহার নির্ব্বাসন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। নির্ব্বাসনে প্রস্থানকালে তাঁহার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিনী স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, তিন বৎসরের কন্যা প্রাস্কোভিয়াকে ক্রোড়ে লইয়া স্বামীর সহগামিনী হইলেন। বিবি লুপুলফ সম্ভ্রান্তবংশীয়া কামিনী ছিলেন। নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে গৃহে অবস্থান কালে তিনি যে সমস্ত কার্য্য পরি-চারকবর্গের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন, এক্ষণে তিনি স্বামীর সমদুঃখভাগিনী হইয়া সেই সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বামীর এতাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কষ্টসহিষ্ণু হইয়া দুর্ব্বহ নির্ব্বাসনক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় অনেকেরই চিত্তবৈকল্য ও বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে এবং সাতিশয় সুখ-সম্ভোগের অবস্থায় সহসা ক্লেশভোগ ঘটিলে প্রায় সকলেই শোকাকুল ও

ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে, কিন্তু তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার বিষাদ বা অসন্তোষের লক্ষণ ঘটে নাই। উভয়ে উভয়কে সুখী ও আনন্দচিত্ত করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন ও প্রয়াস করিতেন। সাইবিরিয়ায় তাঁহাদিগের দুঃখের অবধি ছিল না বটে কিন্তু তনয়া প্রাস্কোভিয়াকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা এককালে পূর্ব্বতন সৌভাগ্যের অবস্থা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। সেই সর্ব্বগুণ সম্পন্না কন্যা পিতামাতা উভয়ের প্রতি এরূপ ভক্তিমতী ছিল যে আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগের জন্য অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিত এবং তাঁহারাও উভয়ে কন্যার রমণীয় গুণাবলী দর্শনে সাতিশয় প্রীত ছিলেন এবং তাহাকে আপন আপন প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন।

ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধিসহকারে প্রাস্কোভিয়া পিতামাতার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিল। প্রাস্কোভিয়া গৃহকার্য্যে মাতার সহায়তা করিয়া সুযোগ পাইলে অন্যবিধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে ত্রুটি করিত না; মধ্যে মধ্যে প্রাত্যাহিক গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া অবসরক্রমে গ্রামে কৃষকদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক কৃষিযন্ত্রচালনা, ভূমিকর্ষণ, শস্যকর্ত্তন ইত্যাদি দ্বারা শস্যোৎপাদন কার্য্যে তাহাদিগের সহায়তা করিয়া বেতনের পরিবর্ত্তে উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইত। সেই বহু পরিশ্রমলভ্য যৎকিঞ্চিৎ শস্যে জনকজননীর বিশেষ উপকার হইত। তরুণ বয়সে এতাদৃশ গভীর তমসাচ্ছন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন তুষারসমাচ্ছাদিত ভয়ঙ্কর হিমময় প্রদেশে অবস্থান করিয়াও প্রাস্কোভিয়া অণুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিত না। ক্রমে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে প্রাস্কোভিয়ার জ্ঞানোন্মেষ হইল এবং জ্ঞানোদয় সহকারে পিতামাতার দুরবস্থার বিষয় অনুভব করিতে লাগিল। এক দিবস কাপ্তেন লুপুলফ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সাইবিরিয়ার শাসনকর্ত্তার নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কেহ সহায় না থাকায় কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সুতরাং এস্থলেই নির্ব্বাসনদণ্ড হইতে পুনর্মুক্তি বিষয়ে তাঁহার আশালতা নির্মূল হইয়া গেল। অতঃপর তিনি নিরাশপ্রাণে ও মলিনবদনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধিসহকারে স্বীয় দুহিতার উচিত মত বিদ্যাশিক্ষা হওয়া

দূরে থাকুক তাহাকে পরিচারিকা বৃত্তি স্বীকার করিতে হইতেছে এই ভাবিয়া কখন কখন অত্যন্ত অধীর হইতেন এবং শিরে করাঘাত পূর্ব্বক স্বীয় দুর্ভাগ্যের কথা উল্লেখ করিয়া প্রাস্কোভিয়ার সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেন।

পিতার এতাদৃশ নিরাশ প্রাণ ও বিরস বদন দেখিয়া প্রাস্কোভিয়ার অন্তঃকরণে সুখশান্তি রহিল না। পিতার মঙ্গল কামনা করিয়া প্রাস্কোভিয়া প্রতিদিবস জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। পিতৃভক্তির আতিশয্য বশতঃ প্রাস্কোভিয়া মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিল যে জীবিত থাকিয়া পিতামাতার ঈদৃশী দুর্ব্বিষহ দুরবস্থা বিলোকন করা অপদার্থের কর্ম্ম; এক্ষণে ইঁহাদিগকে নির্ব্বাসনদণ্ড হইতে মুক্তকরাই আমার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম। কিন্তু কিরূপে তাহাদিগের দণ্ড বিমোচন হইবে স্থির করিতেকিছুই পারিল না। অবশেষে এক দিবস প্রাস্কোভিয়া সহসা স্থির করিল এক্ষণে উত্তম কল্প এই, স্বয়ং রুষ-রাজ্যের রাজধানী পিটার্সবর্গে গমন পূর্ব্বক পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সম্রাটের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করিবার চেষ্টা পাই; যদি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হই, পিতামাতাকে নির্ব্বাসনদণ্ড হইতে মুক্ত করিতে পারিব। প্রাস্কোভিয়া ঈদৃশ সঙ্কল্প করিয়া অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া বহুদিবস তদনুকুল চিন্তায় ব্যাপৃত রহিল। কখন কখন একাকিনী বৃক্ষমূলে উপ-বেশন পূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে ধ্যাননিমীলিত নেত্রে পিতার দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইত এবং নিদ্রাবেশে অভি-লষিত সম্পাদন বিষয়ে কতই স্বপ্নদর্শন করিত। কখন কখন উন্মত্তার ন্যায় ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ইষ্টদেবের আরাধনা করিতে করিতে বলিত "হে পতিতপাবন! পিতার উদ্ধারকার্য্যে তুমি আমার সহায় হও।" এত আরা-ধনা, এত ধ্যান, এত কল্পনা সমস্তই তাহার মনের মধ্যে থাকিয়া যাইত, কখন কাহারও নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিত না। এক এক-বার সাহস করিয়া পিতার নিকট মনের কথা বলিতে যাইত, কিন্তু স্বকীয় কল্পনা অসম্ভাবনীয় বোধ করিয়া আর বলিতে পারিত না, তাহার মনের কথা মনেই থাকিয়া যাইত। অবশেষে একদিবস আর থাকিতে না পারিয়া

পিটাসবর্গযাত্রায় কৃতনিশ্চয় হইয়া পিতার পদতলে উপবেশন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল "পিত! আপনার নির্ব্বাসন যন্ত্রণা আমাকে মর্ম্মবেদনা প্রদান করিতেছে; আমি আপনার মুক্তি কামনায়, একাকিনী এই দুর্গমপথ অতিক্রম করিয়া সাইবিরিয়া হইতে রাজধানী গমনপূর্ব্বক সম্রাটের চরণ ধরিয়া বিনয় বচনে আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা করিব; আপনি একার্য্যে আমায় অনুমতি প্রদান করুন" এই বলিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত কল্পনা পিতার নিকট ব্যক্ত করিল। পিতা তনয়ার এতাদৃশ দুঃসাহসের কথা শ্রবণমাত্র চকিত হইয়া উঠিল এবং নিস্তব্ধ হইয়া আপন দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উপহাস করিতে করিতে প্রাস্কোভিয়ার প্রস্তাবে অমত ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। বিবি লুপুলফ শুনিয়া তিরস্কার করিতে করিতে কহিলেন "অনর্থক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই; আমি তোমার এরূপ অসংসাহসিক কার্য্যে কোনমতে অনুমোদন করিতে পারি না।" এবং তৎক্ষণাৎ বিষয়ান্তর সংঘটন দ্বারা প্রাস্কোভিয়া চিত্তবৃত্তির ভাবান্তর সম্পাদন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কন্যার হস্তে এক সম্মার্জ্জনী দিয়া কহিলেন "এই নাও, এই সম্মার্জ্জনীর দ্বারা গৃহমার্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া আমাদিগের আহারের স্থান প্রস্তুত কর, পরে পিটার্সবর্গে যাইবার হয় যাইও।" প্রাস্কোভিয়া ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

এত তিরস্কার স্বত্বেও প্রাস্কোভিয়া প্রতিদিবস অনুনয়পূর্ব্বক পিতাকে বলিত "পিত! আমার কথা অন্ততঃ একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন।" অবশেষে পিতা একদিবস রোষাবিষ্ট হইয়া বলিলেন "প্রাস্কোভিয়া, তুমি আমার সমক্ষে ওকথা আর মুখে আনিও না।" তদবধি প্রাস্কোভিয়া তাঁহার নিকট ঐ বিষয়ে আর কোন কথাই বলিত না। কিছুকাল পরে প্রাস্কোভিয়ার মাতা উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া বহুদিবস শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। তদীয় স্নেহশীলা কন্যার সন্নিধান ও পরিচর্য্যা দ্বারা তিনি অনতিবিলম্বে রোগমুক্ত হইলেন। ফলতঃ মাতার অসুস্থতানিবন্ধন অক্ষমাবস্থায় প্রাস্কোভিয়া তাদৃশ তরুণ বয়সে এরূপ পরিপক্ক গৃহিণীপনা দেখাইয়া ছিল যে অতঃপর তাঁহারা আর প্রাস্কোভিয়াকে শিশু বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি-

লেন না। তদবধি প্রাস্কোভিয়া যখনই তাঁহাদিগের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিত তখনই তাঁহারা অনুনয়পূর্ব্বক প্রাস্কোভিয়াকে বলিতেন "বৎসে, তুমি নিতান্ত নির্দ্দয় ও নির্ম্মম হইয়া এ বৃদ্ধবয়সে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অকূল শোকসাগরে নিক্ষেপ করিও না; তোমাকে নয়নের অন্তরাল করিয়া এক মুহূর্ত্তও আমরা সুস্থদেহে থাকিতে পারিব না; প্রভূত ভক্তি বশতঃ এক্ষণে তোমার এরূপ ইচ্ছা হইতেছে বটে কিন্তু পরিণামে তোমার অসুখ ও যন্ত্রণার সীমা থাকিবে না; অধিক কি তোমার প্রাণ সংশয় পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে; তুমি উন্মাদের কল্পনা লইয়া আপনাকে বিপদগ্রস্ত ও আমাদিগকে শোকে দগ্ধ করিও না। তদপেক্ষা সাইবিরিয়ায় নরক যন্ত্রণা ভোগ করা আমাদিগের পক্ষে অনেক অংশে শ্রেয়স্কর। অতএব ক্ষান্ত হও।" প্রাস্কোভিয়া নিরুত্তর হইয়া কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল কিন্তু সে অধ্যবসায় হইতে রেখামাত্র বিচলিত হইল না।

পিতার উদ্ধার কার্য্যে আর এক দুরতিক্রম প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। সম্রাটের অনুমতি ব্যতিরেকে কাহাকেও সাইবিরিয়ার সীমান্তভাগ অতিক্রম করিতে দেওয়া হইত না। কেহ ঐরূপে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ রাজপুরুষগণ সাইবিরিয়ায় প্রতিনিবৃত্ত করাইয়া থাকেন। সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে পিটার্সবর্গে পঁহুছিতে পথে কোনরূপ আপত্তি না বাটে, সম্রাটের লিখিত এরূপ এক অনুমতিপত্র বিনা ইশিম হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া কোন মতে বিধেয় নহে। কাপ্তেন লুপুলফ ক্ষমাপ্রদর্শনের প্রার্থনা করিয়া যতবার আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন ততবারই তাঁহার আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইয়াছে। সুতরাং তিনি প্রার্থনা করিলে সম্রাট যে অনুমতিপত্র লিখিয়া দিবেন এরূপ আশা দুরাশামাত্র। সে যাহা হউক অন্য একজন নির্ব্বাসিত ব্যক্তি প্রাস্কোভিয়ার জন্য অনুমতি পত্রের প্রার্থনা জানাইয়া এক আবেদনপত্র লিখিয়া দিলেন।

সম্রাট প্রথম পল পাঁচ বৎসর মাত্র রাজ্যশাসন করিয়া শেষ কয়েকটী ষড়যন্ত্রকারীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার পর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র প্রথম আলেকজ্যাণ্ডার রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সম্রাট পদে

প্রতিষ্ঠিত হইয়াই প্রজাকুলের হিতানুষ্ঠানে ও সম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হইলেন। রুষরাজ্যে বিচারপতিগণ সময়ে সময়ে বিদ্রোহাপরাধীদিগকে অন্নপান বিরহিত করিয়া নির্যাতন দ্বারা বিদ্রোহাপরাধ স্বীকার করাইয়া লইতেন। আলেকজ্যাণ্ডরের প্রাণে ইহা সহ্য হইত না তিনি এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করিয়া দিলেন।

প্রাস্কোভিয়া স্বয়ং নিরপরাধিনী সুতরাং দয়াবীর সম্রাট আলেক্‌জ্যাণ্ডার প্রাস্কোভিয়ার অনুমতি পত্রের প্রার্থনা শুনিয়া তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিতেন। প্রায় ছয় মাস পরে কাপ্তেন লুপুলফের হস্তে প্রাস্কোভিয়ার অনুমতিপত্র আসিল। কিন্তু তিনি এ সংবাদ কন্যাকে প্রদান করা অনুচিত বিবেচনায় যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশবর্ষীয়া তনয়াকে একাকিনী এই দুর্গম পথে প্রেরণ করিতে সাহস করিলেন না। প্রাস্কোভিয়া তথাপি স্বীয় অবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত হইল না। প্রাস্কোভিয়া অভিপ্রেত কার্য্যকে ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় অহর্নিশি জপ করিতে লাগিল। তাহার মাতা তাহাকে অশেষ প্রকার বুঝাইলেন ও বিস্তর বাদানুবাদ করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে কহিলেন "যদি তোমার পিতা সম্মতি দেন তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই। কাপ্তেন লুপুলফ অনন্যোপায় হইয়া তনয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বৎসে! বিবেচনা করিয়া দেখ আমাদের মত লোকের প্রার্থনা সম্রাটের গোচর হওয়া কোন মতে সম্ভাবিত নহে; আমাদের কেহ সহায় নাই; আমাদের পক্ষে অনুকুল কথা বলে এমন লোক দেখিতে পাই না। তুমি আমার সহিত যেরূপে কথা কহিতেছ সম্রাটের সহিত কি এইরূপ অসঙ্কুচিতভাবে কথোপকথন করিতে পারিবে? রাজপ্রাসাদের দ্বারে দ্বারে প্রহরী রহিয়াছে, তুমি তথায় কাঙ্গালিনী বেশে প্রবেশ করিতেই পারিবে না; তুমি অপরিচিতা, তুমি অন্নবস্ত্র বিবর্জ্জিতা ভিক্ষারিণী; কে তোমাকে তথায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে? এমন স্থলে সেখানে তোমার গমন করা কোন মতে বিধেয় নহে। তুমি বিরত হও তুমি আমার উপদেশ শ্রবণ কর।" এইরূপে তিনি অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু তাঁহার উপদেশ ফলদায়ক হইল না;